ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

সাত্বতপদ্ধতিঃ

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং তাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রতরত্ন-স্মৃতিভূষণেন
সঙ্কলিতা।
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কবিরত্নেন
সংশোধিতা।

৮৬১ নং হারিসন রোড, কলিকাতা, ভাগবতধর্ম্মমণ্ডলতঃ
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাসেন
প্রকাশিতা চ।

কলিকাতা,
বাণীপ্রেস;
Printed by J. N. Das,
63, Nimtola Street, Calcutta.
1914.

উৎসর্গ-পত্র।

ভক্তিভাজন ৺প্রসন্নকুমার দাস—বৈষ্ণব-জগতের কীর্ত্তিস্তম্ভ,—যাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া সমস্ত জগৎ কিরূপে অতি দীন অবস্থা হইতে লক্ষপতি হইতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতে পারে,—যাঁহার "তুই কবে আসিয়াছিস্" মধুর সম্বোধন অদ্যাপিও এ অধমের কর্ণকে এবং "তবে আমি চলিলাম", এই স্বপ্নশ্রুত চির-স্মরণীয় সুমধুর বাক্য হৃদয়কে চরিতার্থ করি-তেছে,—যিনি লক্ষপতি হইলেও এই দীনাতি-দীনের নিকট একদিন সেবা চাহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ-গ্রন্থখানি তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

দীন—পুণ্ডরীকাক্ষ।

সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পূর্ব্বকর্ম্ম	৩	জাতকর্ম্ম	৬২
উত্তরকর্ম্ম	১২	নিষ্ক্রামণ	[illegible]
বিবাহ।—		নামকরণ	৬৬
(মঙ্গলাচরণ	২৩	পৌষ্টিককর্ম্ম	৬৯
অধিবাস	২৫	অন্নপ্রাশন	৭০
জ্ঞাতিকর্ম্ম	৩০	পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণ	৭৩
সম্প্রদান	৩১	চূড়াকরণ	৭৪
লাজহোম	৩৯	উপনয়ন	৭৮
সপ্তপদীগমন	৪৬	চরুহোম	৮০
উত্তর বিবাহ	৪৯	সমাবর্ত্তন	৯০
চতুর্থী হোম)	৫০	পরিশিষ্ট।	
গর্ভাধান	৫৫	ঘটস্থাপন	[illegible]
পুংসবন	৫৭	পুরোহিত-বরণ	৯৯
সীমন্তোন্নয়ন	৫৮	দক্ষিণা	ঐ
শোষ্যন্তী হোম	৬১	পিতৃ-অর্চ্চনা	[illegible]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

অনন্যশরণ বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষার প্রধান অবলম্বন 'সাত্বতপদ্ধতিঃ' এতদিন পরে প্রকাশিত হইল। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বৈষ্ণব-জগতের আদর্শ, স্বজাতি-বৎসল, সুলেমানপুর-নিবাসী, শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস মহাশয় ইঁহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া বৈষ্ণব-সমাজে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডলের সম্পাদক প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী আচার্য্যরত্ন মহাশয় সৎক্রিয়াসার-দীপিকা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর বিরচিত কি না, তাঁহার নিজ হস্তলিখিত মূল পুস্তক আছে কি না এবং উহা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ জীউর সেবানিরত গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভ্রাতৃবংশীয় [illegible]ড়ে-শ্বরাচার্য্য প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়কে এক পত্র লিখেন। তাহার উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, অবিকল তাহার প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল। বলা-বাহুল্য, উত্তর পাইয়া সম্পাদক মহাশয় বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

শ্রীধাম বৃন্দাবন।

২৬।৮।১৪

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনং—আপনার ১৮ই শ্রাবণ তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে সময় আমি জ্বরাক্রান্ত ছিলাম বলিয়া উত্তর দিতে পারি নাই। কৃপা করিয়া এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত, ইহা আমরা চিরদিন জানি। বর্ত্তমানক্ষেত্রে বৈষ্ণব-সমাজকে যদি অনন্যশরণভাবে চালাইতে হয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারকালীন ভাব সকল যদি বৈষ্ণব-সমাজে সঞ্চারিত করিতে হয়, তাহা হইলে, এইগ্রন্থ উপকারী হইতে পারে। যে হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মার্গে অনন্যতাই প্রধান। গ্রন্থের মূল পুস্তক আমাদের ঘরে আছে, কিন্তু বোধ হয়, তাহা প্রতিলিপি। শুনা যায়, ষট্‌সন্দর্ভাদি তাঁহার নিজ লিখিত গ্রন্থ সকল তাঁহার পরে শ্রীজীব গোস্বামীর অধিকারে থাকেন। অতএব কোনই গ্রন্থ তাঁহার নিজ হস্তের লেখা এক্ষণে নাই। সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে। ইতি—

স্বাক্ষর—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী।

ভূমিকা

সাত্বত-পদ্ধতি প্রকাশিত হইল। এই পদ্ধতি গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রণীত বৈষ্ণবস্মৃতি, সৎক্রিয়া-সারদীপিকা অবলম্বনে লিখিত। বৈষ্ণব-সমাজের দৃঢ়তা ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে সৎক্রিয়া-সারদীপিকা রচিত হইয়াছিল। অনন্যশরণ বৈষ্ণব-প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে এই প্রথা সর্ব্বথা আচরণীয়। অনেকে ভক্তিশাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাকালে বলেন যে, অনন্যশরণ বৈষ্ণবগণের কোনরূপ ক্রিয়া নাই। ইহা তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা। ফলতঃ, তত্তৎ শ্লোকে বৈষ্ণবগণের কিরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য, তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর একটী শ্লোক বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। শ্লোক যথা—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, এস্থলে অনুশীলন শব্দে ধাতুর অর্থমাত্র বুঝিতে হইবে। ধাতুর অর্থ দুই প্রকার। প্রবৃত্তিরূপ ও নিবৃত্তিরূপ। এই দুইরূপ ক্রিয়াই আবার কায়িক বাচনিক এবং মানসিক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চেষ্টা দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলন অর্থে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা তাঁহার নিমিত্ত প্রবৃত্তিরূপেই হউক অথবা নিবৃত্তিরূপেই হউক, যে কোনও রূপ কায়িক বাচনিক এবং মানসিক যে কার্য্য তাহাই বুঝাইতেছে। এই প্রকার কার্য্যের শ্রীভগবানে অনুকূল অর্থাৎ রুচিকর হইলে, ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়, প্রতিকূল হইলে তাহাকে ভক্তির বিরোধী বলা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আনুকূল্যেন এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, অন্যাভিলাষিতা-শূন্য অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন অন্য অভিলাষ বর্জ্জিত। আর জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃত—জ্ঞান শব্দে ব্রহ্ম এবং আমি অভেদ এইরূপ

জ্ঞান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমার ভজনীয়, এরূপ জ্ঞান নহে, কারণ ঐ জ্ঞান বশতঃই ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে। কর্ম্ম শব্দে স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল প্রতিকূল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে তাহাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে অনুকূল পরিচর্য্যাদিরূপ ক্রিয়া নহে, যেহেতু অনুশীলন শব্দের অর্থে উহাই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম শব্দে স্মৃত্যাদ্যুক্ত শ্রীভগবানে প্রতিকূল কর্ম্মকাণ্ডই পরিত্যাগের কথা বলা এখানে অভিপ্রায়, তাহা না হইলে নারদ পঞ্চরাত্রে "শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। অহৈতুকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে" ইত্যাদি বাক্য অনর্থক হইয়া পড়ে। এইরূপ সর্ব্বত্র।

এই নিমিত্ত শ্রীভগবানে অনুকূল স্মৃত্যাদ্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলিই গ্রহণীয় এবং ইহাই সাত্বতপদ্ধতির লক্ষ্য। মন্বাদি স্মৃতি কর্ম্মপ্রধান অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ম্মের নিমিত্তই ইহাই ঐ সমস্ত শাস্ত্রে প্রধানরূপে বর্ণিত আছে। তজ্জন্য পূর্ব্বতন বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব স্মৃতির প্রণয়ন করেন। উহাতে কর্ম্মের ব্যবস্থা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভই ঐ কর্ম্ম সমূহের উদ্দেশ্য। ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নৈমিত্তিক ক্রিয়োপলক্ষে বিশেষ বিশেষ বিধানে কেবলমাত্র শ্রীভগবানেরই পরিচর্য্যা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রে (বহু) ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটী দেবতার উল্লেখ থাকিলেও উঁহারা যে এক শ্রীভগবানেরই অংশ বা শক্তিবিশেষ, এ কথা তত্তৎ শাস্ত্রে কোথাও বা ইঙ্গিতে, কোথাও বা স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অন্য দেবতার আরাধনার পরিবর্ত্তে শ্রীভগবান ও তদীয় অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণেরই পূজার উপদেশ দিয়া থাকেন। এরূপ বিধান আচরণ করা অনন্যশরণত্বের প্রতিকূল না হইয়া বরং অনুকূলই হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মথনাথ কবিরত্ন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

সাত্বতপদ্ধতিঃ।

পূর্ব্বকর্ম্ম।

অনন্যশরণ সাত্বতগণের প্রত্যেক কর্ম্মের প্রথমে যে সকল সাধারণ কর্ম্ম করিতে হয়, প্রথমতঃ তাহারে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। নিত্যকর্ম্মোক্ত বিধানে গুরুপূজা এবং শ্রীকৃষ্ণপূজা অথবা পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা প্রথম কর্ত্তব্য।

হোমবিধি।

যে স্থলে হোম করিতে হইবে, উহাকে স্থণ্ডিল কহে। উহা দৈর্ঘ্যে ১ হস্ত, প্রস্থে ১ হস্ত এবং অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ উচ্চ করিয়া বালুকা বিস্তার করতঃ সমচতুষ্কোণ আকারে নির্ম্মাণ করিতে হয়। হোমস্থান গোময় লেপাদি দ্বারা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। হোতা উত্তর অথবা পূর্ব্বাভিমুখে বসিবেন। প্রথমতঃ ঐ বিস্তীর্ণ বালুকার উপরিভাগ হস্তচালনা দ্বারা সমতল করতঃ দক্ষিণ হস্তে কুশমূল ধারণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা উহার উপর পাঁচটী রেখা অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য। প্রথম রেখা পূর্ব্বাভিমুখে দ্বাদশ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। ঐ রেখাকে পীতবর্ণা পরম বৈষ্ণবী পৃথ্বীরূপা ধ্যান করিয়া—

রেখে ত্বং পীতবর্ণাসি—

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। অনন্তর প্রথম রেখার মূল-ভাগ হইতে উত্তরাভিমুখে একবিংশতি অঙ্গুলি প্রমাণ দ্বিতীয় রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে, উহাকে বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূতা লোহিত বর্ণা গাঙ্গীরূপা ধ্যান করতঃ—

রেখে ত্বং লোহিতবর্ণাসি

এই মন্ত্র পাঠ করা বিধেয়। অনন্তর প্রথম রেখার অঙ্গুলি প্রমাণ উত্তরে দ্বিতীয় রেখা লগ্ন প্রাদেশ প্রমাণ তৃতীয় রেখা। উহাকে কৃষ্ণবর্ণ কালিন্দীরূপে ধ্যান করিয়া—

রেখে ত্বং কৃষ্ণবর্ণাসি।

এই মন্ত্র; তাহার সপ্তাঙ্গুলি দূরে উত্তরাগ্র রেখা লগ্ন পূর্ব্বাভি-মুখে প্রাদেশ প্রমাণ চতুর্থরেখা, উহাকে স্বর্ণবর্ণা লক্ষ্মীরূপা ধ্যান করিয়া—

রেখে ত্বং স্বর্ণবর্ণাসি।

এই মন্ত্র, চতুর্থ রেখার উত্তরে উত্তরাভিমুখী দ্বিতীয় রেখা লগ্ন পূর্ব্বাভিমুখে প্রাদেশ প্রমাণ পঞ্চম রেখা। উহাকে শ্বেতবর্ণা সরস্বতীরূপা ধ্যান করিয়া—

রেখে ত্বং শুক্লবর্ণাসি।

এই মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত রেখাগুলি স্পর্শ করিয়া—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্ত পরাবসুঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঈশান কোণে স্থণ্ডিল হইতে অরত্নি

প্রমাণ দূরে হস্তক্ষালন করা কর্ত্তব্য। পরে শুদ্ধ জল ঐ সকল রেখার উপরে ছিটাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অগ্নিসংস্কার—উক্ত প্রকারে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ হইলে নিকটবর্ত্তী অগ্নি হইতে একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ ঐ কাষ্ঠখানি স্থণ্ডিলের উপর ঘুরাইয়া নৈর্ঋত কোণে নিক্ষেপ করিতে হয়।

অগ্নিস্থাপন—অনন্তর অপর একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি র্বৃহতীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা, অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ কাষ্ঠখানি তৃতীয় রেখার উপর রাখিবেন। অনন্তর যে কর্ম্মে যে অগ্নি বিহিত, সেই অগ্নিকে তথায় আহ্বান করতঃ পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। অগ্নি শ্রীবিষ্ণুরই তেজঃস্বরূপ, সুতরাং শ্রীবিষ্ণু ধ্যানই সমস্ত অগ্নির ধ্যান মন্ত্র। অগ্নিপূজাকালে পাদ্যাদি দ্রব্য সমূহ স্থলে উদকাদি না দিয়া ঘৃতই দেওয়া হইয়া থাকে। অনন্তর নিম্নলিখিত স্বস্তিবাচন মন্ত্র জপ করিবেন—

অথ স্বস্তিবাচনং।

ওঁ কৃষ্ণানন্ত মুকুন্দ বাসব হরে গোবিন্দ বংশীমুখ
শ্রীগোপীজনবল্লভ ব্রজসুহৃৎ ভক্তিপ্রিয়েড্যাচ্যুত।

অন্তঃপ্রেমবশাৎ ক্রিয়াফলরসামন্দৈক দীনার্ত্তিহৃৎ
ব্যাকান্ত দুরন্ত সংস্কৃতি হরেত্যাখ্যাহি জিহ্বে সদা। ॥
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ॥

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদি পুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণ হা উ কর্ম্মাদি মূলং কৃষ্ণঃ স হ বৈ কার্য্যং কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখ্যঃ প্রভুঃ পূজ্যঃ কৃষ্ণোঽনাদিঃ। তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্ব্বাহ্যং যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী।

অগ্নিস্থিতিকরণ—অনন্তর করযোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ অগ্নিদূরং পুরোদধে হব্যবাহমুপব্রুবে দেবা আসাদয়াদিহ। ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি স্ত্রিষ্টুপচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়ং মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

বরণ—অনন্তর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ তদভাবে কুশময় ব্রাহ্মণ বরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ-বরণ মন্ত্র যথা—

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অস্মিন্ কর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপ ব্রহ্মকর্ম্ম করণায় ভবন্তমহং বৃণে।

পুরোহিত বলিবেন -

ওঁ বৃতোঽস্মি।

তৎপরে হোতা ধারা সহিত জলপাত্র গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত দক্ষিণ দিকে অরত্নি মাত্র গমন করিবেন, তথায় পূর্ব্বাভিমুখী বারিধারা দ্বারা সিঞ্চন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ কুশাসন বিস্তৃত করিবেন এবং একগাছি দূর্ব্বা বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া পাঠ করিবেন—

ওঁ প্রজাপতির বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত হস্তস্থিত তৃণ নৈঋত কোণে নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে ঐ বিস্তৃত কুশাসনে জলের ছিটা দিয়া বৃত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে উত্তরাভিমুখে বসাইবেন, হোতা হস্তে জল গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসো সদনে সীদ।

বৃত ব্রাহ্মণ বলিবেন—

"ওঁ সীদামি।"

কুশময় ব্রাহ্মণপক্ষে নিজেই উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং আসনের উপর পূর্ব্বাভিমুখে কুশ স্থাপন করিবেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহা প্রসাদীয় চন্দন কুসুম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবেন; এবং যে পথে নিজাসন ত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে গিয়াছিলেন, সেই পথে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ নিজাসনে পূর্ব্বাভিমুখে বসিবেন।

গিয়াছে এই প্রকার ব্রত ব্রাহ্মণ অযজ্ঞীয় বাক্যবদেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্‌বচন নিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।

কুশময় ব্রাহ্মণ হইলে কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং অযজ্ঞীয় বাগ্‌বচন নিমিত্ত জপ করিবেন।

অনন্তর ভূমি জপ কর্ত্তব্য। উভয় হস্ত অধোমুখে (উপুড় করিয়া) ভূমিতে স্থাপন করতঃ জপ করিবেন।—

ওঁ পরমেষ্ঠির্বিষ্ণুঋষি রনুষ্টপ্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহে ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং। পরা সপত্নাৎ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনং।

যদি রাত্রিতে কর্ম্ম হয়, তবে এই মন্ত্রের শেষে ধনং না বলিয়া "বসু" এই কথা বলিবেন। তৎপরে এই মন্ত্র জপ করিবেন।—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অগ্নিসম্মুখীকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ এষ আদিদেবঃ প্রদিবো অনুপূর্ব্বা পূর্ব্বেহি জাতঃ সোগর্ভ্যাঃ প্রত্যুস্তজনিষ্য প্রত্যজ-তনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।

অনন্তর দক্ষিণ হস্তে দূর্ব্বা ধারণ করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে স্থিত তৃণাদি শোধন করিবেন। শোধন মন্ত্র যথা—

ওঁ কৌৎস ঋষি র্জগতীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পৃষ্ঠস্থ ষড়হস্থ যষ্ঠেহহন্যগ্নি মারুতে শস্তে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহে মামনীষয়া ভদ্রাহিতঃ প্রমতিরস্য সংসদস্যগ্নে সখ্যে মারিষাম বয়ং তব। ওঁ ভরেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্তে দেবোহবি রুদক্যাহুতং ত্বমাদিত্যাঃ আবহতাং পুষ্টিগ্নো সখ্যে মারিষা মা রয়ন্তব। ওঁ ভরামেধ্ম্যং কৃণবাম যাহবীংষিতে চিত্তয়ন্তঃ পর্ব্বনা বয়ং জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োগ্নে সখ্যে মারিষা মা বয়ন্তবঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তূণাদির উপর কিঞ্চিৎ জল ছিটাইয়া দিবেন। তৎপরে দশদিকে, ব্রহ্মাদি স্বস্তিকগণকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদীয় চন্দন কুসুম নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন।

পূর্ব্বস্যাং শ্রীনারদায় নমঃ। আগ্নেয্যাং শ্রীকপিলদেবায় নমঃ। যাম্যে যমভাগবতায় নমঃ। নৈঋর্ত্যাং শ্রীভীষ্মদেবায় নমঃ। প্রতীচ্যাং শ্রীশুকদেবায় নমঃ। বায়ব্যাং শ্রীজনকায় নমঃ। উদীচ্যাং শ্রীসদাশিবায় নমঃ। ঐশান্যাং শ্রীপ্রহ্লাদায় নমঃ। ঊর্দ্ধং শ্রীব্রহ্মণে নমঃ। অধঃ শ্রীবলিরাজায় নমঃ।

অনন্তর শ্রীবিষ্ণুকে মনে মনে ধ্যান করিয়া খদির, পলাশ অথবা যজ্ঞ ডুম্বুরের বিংশতি সমিধ ঘৃতাক্ত করিয়া একে একে অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

তৎপরে পূর্ব্বাস্তৃত দূর্ব্বা হইতে দুইটী গ্রহণ করতঃ—

ওঁ প্রজাপতি রিষুঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ সবিতুর্বঃ প্রসবউৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃস্বাহা।

এই মন্ত্রে উক্ত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ নখ ভিন্ন অন্য দ্রব্য দ্বারা ছেদ করিয়া—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পবিত্র বিষ্ণুর্দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণো র্মনসা পূতেস্থঃ।

এই মন্ত্র দ্বারা তাম্রাদি পাত্রে জল ছিটা দিয়া [illegible] ঐ দূর্ব্বা রাখিয়া হোমার্থ ঘৃত তাহাতে ঢালিয়া দিবেন।

আজ্য সংস্কার—অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ঐ দূর্ব্বা পত্রদ্বয় পুনরায় ধরিয়া—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা আজ্যোৎপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুণা ত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।

এই মন্ত্রে উক্ত দূর্ব্বাদ্বয়ের মধ্য এবং অগ্রভাগ ঘৃতাক্ত করিয়া তিনবার বিনা মন্ত্রে আহুতি দিবেন, পুনরায় ঐ দূর্ব্বা-পত্রদ্বয় জলধৌত করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন। পরে ঐ ঘৃতপাত্রটী জল দ্বারা মার্জ্জন করতঃ কিয়ৎক্ষণ অগ্নির উপর ধারণ করতঃ উত্তর দিকে স্থাপন করিবেন। এই প্রকারে সমিধ স্রুবাদিও সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

তৎপরে দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি রণুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে অনুমন্যস্ব।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অগ্নির দক্ষিণ, পশ্চিম এবং পূর্ব্বদিকে উদকাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরে—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যানুমন্যস্ব।

এই মন্ত্রে উত্তরদিকে, পশ্চিমদিকে ও পূর্ব্বদিকে উদকাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা অগ্নি পর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভূমৌ গাং দিব্বো গন্ধর্ব্ব কেতপুঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতি বাচং নঃ স্বদস্তুঃ।

এই মন্ত্রে উদকাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি বেষ্টন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর দক্ষিণ জানু উত্তোলন করিয়া দূর্ব্বার সহিত দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করতঃ উপর্য্যুপরি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা শ্রীমহাভাগবত বিরূপাক্ষ জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বরোঁ—মহান্তং বিরূপাক্ষং ত্বামাত্মানম্ প্রপদ্যে। ভাগবত বরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জি স্তস্যতে শয্যাপণ গৃহান্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি তানি বলভৃচ্চ রসবচ্চ রক্ষ রক্ষত্যো প্রমনীযয়ো অনিমিষস্তং সত্যং যত্তে দ্বাদশপুত্রাস্তে ত্বা সম্বৎসরে সম্বৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্যমুপযন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণেষু মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণোঽহং ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবামি জপন্তং মা মা প্রতিজাপী জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহোষীঃ কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীঃ ত্বা প্রপদ্যে ত্বয়া

প্রভৃতি ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি তন্মোবাধ্যতাং তস্মৈ সমৃদ্ধ্যতাং তন্মে উপপদ্যতাং সমুদ্রো বা বিষ্ণো বা ব্রহ্মা অনুজানাতু তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু অত্র মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণো ঽনুজানাতু তস্মৈ বিরূপাক্ষো যদন্তাজ্জপে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে শ্রোত্রায় প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় পরম ভাগবতোত্তমায় নমঃ।

এই প্রকার জপ করিয়া হস্তস্থিত দূর্ব্বা পূর্ব্ব উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে জপ করিবেন :—

ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধাচ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্যবাক্যঞ্চ মনশ্চাত্মাচ ব্রহ্মচ তানি প্রপদ্যে তানি মামবন্তু।

তদনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত দূর্ব্বা গন্ধ পুষ্পচন্দন সহিত বিনা মন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

উত্তরকর্ম্ম

এক্ষণে সর্ব্ব কর্ম্মের শেষে সাধারণতঃ যাহা কর্ত্তব্য তাহাই লিখিত হইতেছে।

ব্রতী করযোড়ে পাঠ করিবেন—

অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অত্র কর্ম্মণি যৎ কিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণস্মরণ পূর্ব্বকং প্রায়শ্চিত্ত হোম-মহং করিষ্যে। ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রী

ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ।
পাহি নোঽগ্নে স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞং পাহি হরে বিভো স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্ব্বং পাহি শ্রিয়ঃপতে স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নোহনং একয়া পাহ্যুতদ্বিতীয়া পাহি গীর্ভি স্তিসৃভিঃ ঊর্জ্যাং হরে পাহি চতসৃভি র্বিষ্ণো স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ পুনরূর্জা নিবর্ত্তস্ব পুনর্বিষ্ণো হরায়ুষা পুনর্নঃ পাহ্যংসঃ স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ সহস্তুর্জ্জ নিবর্ত্তস্ব বিষ্ণোপি ত্ব স্বধাধারয়া বিশেশ্বর বিভো বিশ্বতস্পরি স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ যদজ্ঞাতং যজ্ঞং ক্রিয়তে মিথঃ বিষ্ণো তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেধ যথাতথ স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে বিষ্ণো নন্নদিন্য নো বিশ্বাজাতানি পরিতা বভূব যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোহস্তু বয়ংস্যামঃ পতয়ো রয়ীনাং স্বাহা।

তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় মহাব্যাহৃতিহোম করিবেন।

অথ বৈষ্বক্সেনহোমঃ —

ওঁ বিষ্বক্সেনায় স্বাহা।

বলিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে দিবেন। এইরূপ নিম্নলিখিত নামগুলির প্রত্যেকটীর অগ্রে ওঁ উচ্চারণ করত এবং শেষে স্বাহা বলিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঘৃত অগ্নিতে প্রদান করিবেন—

সনকায়। সনন্দায়। সনৎকুমার। কবয়ে। হবয়ে। অন্তরীক্ষায়। প্রবুদ্ধায়। পিপ্পলায়। আবির্হোত্রায়। দ্রুমিলায়। চমসায়। করভাজনায়। নারদায়। কপিলায়। বলিরাজায়। ভীষ্মদেবায়। হনূমতে। অম্বরীষায়। জনকার্য্য ষমায়। স্বায়ম্ভুবে। বেদব্যাসায়। যুধিষ্ঠিরায়। ভীমায়। অর্জ্জুনায়। নকুলায়। সহদেবায়। বিষ্ণুরাতায়। বিভীষণায়। অন্তরঙ্গায়ৈ পৌর্ণমাস্যৈ। পদ্মায়ৈ। মহালক্ষ্ম্যৈ। গঙ্গায়ৈ। যমুনায়ৈ। সরস্বত্যৈ। গোপ্যৈ। বৃন্দায়ৈ। গায়ত্র্যৈ। তুলস্যৈ। পৃথিব্যৈ। গবে। যশোদায়ৈ। দেবহূত্যৈ। দেবক্যৈ। রোহিণ্যৈ। সীতায়ৈ। দ্রৌপদ্যৈ। কুন্ত্যৈ। রুক্মিণ্যৈ। সত্যভামায়ৈ। জাম্ববত্যৈ। নাগ্নজিত্যৈ। লক্ষ্মণায়ৈ। কালিন্দ্যৈ। ভদ্রায়ৈ। মিত্রবিন্দায়ৈ। শ্রীদামায়। সুদামায়। স্তোককৃষ্ণায়। লবঙ্গায়। অর্জ্জুনায়। বসুদামায়। বিশালায়। শ্রীরাগায়। নন্দায়। উপনন্দায়। সুনন্দায়। মহানন্দায়। শুভানন্দায়। প্রাণানন্দায়। সদানন্দায়।

যুগলোপাসকদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত কতিপয় অধিক আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য ; যথা—

ওঁ বার্ষভানবি। গান্ধর্ব্বিকে কার্ত্তিকদেবি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ে সর্ব্বেশ্বরি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন সেবাধিকারপ্রদে তুভ্যং শ্রীরাধিকায়ৈ স্বাহা। ওঁ কৃষ্ণোহনাদি কৃষ্ণোহৈব সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণ হা উ কর্ম্মাদিমূলং কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বকার্য্যঃ কৃষ্ণঃ কাশং কৃদাদীশঃ মুখঃ প্রভুঃ পূজ্যঃ তস্মিন্ জাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী। ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা ॥

তৎপরে পূর্ব্ববৎ—

শ্রীললিতায়ৈ। শ্রীশ্যামলায়ৈ। শ্রীবিশাখায়ৈ। শ্রীচম্পকলতায়ৈ। শ্রীইন্দুরেখায়ৈ। শ্রীসুদেব্যৈ। শ্রীরঙ্গদেবৈ। শ্রীসুচিত্রায়ৈ। শ্রীতুঙ্গবিদ্যায়ৈ। শ্রীকুন্দলতায়ৈ। শ্রীধন্যায়ৈ। শ্রীমঙ্গলায়ৈ। শ্রীপদ্মায়ৈ। শ্রীশৈব্যায়ৈ। ভদ্রায়ৈ। শ্রীবিত্রোৎপলায়ৈ। শ্রীপাল্যৈ। শ্রীতারায়ৈ। শ্রীকুঞ্জকলিকায়ৈ। নিকুঞ্জকলিকায়ৈ। সুখকলিকায়ৈ। রসকলিকায়ৈ। প্রমোদায়ৈ। রগায়ৈ। বিম্বোষ্ঠ্যৈ। রসদায়ৈ। আনন্দদায়ৈ। কলাবত্যৈ। রূপমঞ্জর্য্যৈ। অনঙ্গমঞ্জর্য্যৈ। রসমঞ্জর্য্যৈ। লবঙ্গমঞ্জর্য্যৈ। কস্তুরী-মঞ্জর্য্যৈ। গুণমঞ্জর্য্যৈ। রতিমঞ্জর্য্যৈ। কর্পূর মঞ্জর্য্যৈ স্বাহা।

এই সমস্ত নামের পূর্ব্বে ওঁ শ্রী উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বসখীভ্যঃ। সর্ব্বসঙ্গিনীভ্যঃ। রঙ্গিনীভ্যঃ স্বাহা।। শ্রীবৃষভানুকন্যোপ কীর্ত্তিদা প্রভৃতিভ্যঃ স্বাহা। কার্য্যাদি বৈষ্ণব বৈষ্ণবীভ্যঃ স্বাহা। অনন্তর—নারায়ণায়। কারণাব্ধিশায়িনে। গর্ভোদশায়িনে। ক্ষীরাব্ধিশায়িনে। বাসুদেবায়। প্রদ্যুম্নায়। অনিরুদ্ধায়। সঙ্কর্ষণায়। বৈকুণ্ঠায়। গোলোকায়। মথুরায়। দ্বারকায়। দ্বাত্রিংশৎ উপবন সহিতায় শ্রীবৃন্দাবনায়। মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যঃ। গুণাবতারেভ্যঃ। মন্বন্তরাবতারেভ্যঃ। হংসযজ্ঞ-দত্তাত্রেয় পৃথু ধন্বন্তরী-মোহিনী বিরাট্ প্রভৃতিভ্যঃ অবতারেভ্যঃ। ব্রজবাসি স্থাবর-জঙ্গম-সপরিকর শ্রীরাধাকৃষ্ণেভ্যঃ স্বাহা।

উদকপর্য্যুক্ষণ।

তৎপরে হোমাগ্নিতে জল প্রদান করিতে হয়। উহাকে উদক পর্য্যুক্ষণ কহে। তৎপ্রণালী যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু উদকপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ হরে বিষ্ণুং প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভাগায় তত্তে দামোদরঃ পুনাতু॥ কৈতপঃ কেতন্ন স্বদতু বাচস্পতি র্বাচঃ ন সদতু স্বাহা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে উদকাঞ্জলিদ্বারা অগ্নিবেষ্টন করিবে।

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রী চ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উদকাঞ্জলি সেকেবিনিয়োগঃ ওঁ অনন্ত ভোহস্বসংস্থাং।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকে উদকাঞ্জলি দেওয়া কর্ত্তব্য।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত-ভোহস্য সংস্থাঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিম দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে উদকাঞ্জলি দিবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ, ওঁ সরস্বত্য-স্বসংস্থাঃ।

এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর পশ্চিম এবং পূর্ব্বদিকে জল প্রদান বিধেয়। অনন্তর উত্তান হস্তে দূর্ব্বা গ্রহণ করিয়া দুর্ভজুটিকা হোম করা বিধেয়।

দর্ভজুটিকা হোম—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি দর্ভ তৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অক্তং গৃহাণ ব্যস্তু বয়ঃ।

এই মন্ত্রে তিনবার ঐ দূর্ব্বার মূল, মধ্য এবং অগ্রভাগ ঘৃতাক্ত করিয়া ঐ দর্ভে কুশার জল সিঞ্চন করিয়া—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ যো বৈষ্ণবানামধিপতি বিষ্ণুস্তং কে চারা বৃথা পশূন্ আস্মাকং মা হিংসী, এতদস্তু হূতং তব স্বাহা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর মহাপ্রসাদ, বস্ত্র, সূত্র, গন্ধমাল্য, চন্দন, পুষ্প, ফল, তাম্বুল প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিকে তৃপ্ত করিয়া পূর্ণ হোম কর্ত্তব্য।

পূর্ণ হোম।—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা পূর্ণহোম যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ, ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যো হস্মৈ বিষ্ণবে জুহোতি স বরমস্মৈ দদাতি। বিষ্ণোর্বরং বৃণে যশসো ভাগি লোকে স্বাহা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। অনন্তর মহাপ্রসাদ, গন্ধ, পুষ্প, চন্দন, তুলসী, ফলাদি সংযুক্ত পানীয় পাত্রস্থ জল দ্বারা শান্তিকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

শান্তি কর্ম্ম,—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি বিরাড় গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্টয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যোমদানাং মহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজেবসু। ওঁ অভিষুণঃ সখীনা মবিতা জরিতৃণাং শতং ভবাস্যূতয়ে। ওঁ স্বস্তিনো গোবিন্দ স্বস্তি নোঽচ্যুতানন্তৌ স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু স্বস্তি নো নরনারায়ণঃ স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু। স্বস্তি নো বিষ্বকসেনো বিশ্বেশ্বরঃ স্বস্তিনো হৃষীকেশো হরির্দধাতু স্বস্তিনো বৈনতেয়োহঞ্জনা সুতো বৈ স্বস্তি নো বৈকুণ্ঠঃ সুমঙ্গলৈককেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরো দধাতু। ওঁ দ্যৌঃ শান্তি রন্তরীক্ষঃ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ বাঃ

শান্তিঃ তেজঃ শান্তিঃ ওষধয়ঃ শান্তিঃ লোকাঃ শান্তিঃ ব্রাহ্মণাঃ শান্তিঃ বৈষ্ণবাঃ শান্তিঃ শান্তিরস্তুঃ ধৃতিরস্তুঃ যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তৎ হরেনাম কীর্ত্তনাৎ সম্পূর্ণতা মেতুঃ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনন্তর কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সেবন এবং অন্যান্য জীবগণকে আহার দিয়া শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণ দ্বারা শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন করাইবেন এবং তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। ইহাই উত্তর কার্য্য।

অথ বিবাহঃ।

বিবাহকর্ম্মে বেদী নির্ম্মাণ হইতে চেদীবাজ পূজা পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম বর ও কন্যা উভয়ের বাটীতেই পৃথক পৃথক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বিবাহ-কর্ম্মের প্রথমে প্রাঙ্গণে বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়। ঐ বেদীর পরিমাণ দৈর্ঘ্য চারি হস্ত, প্রস্থেও তদনুরূপ। উচ্চে চারিমুষ্টি পরিমাণ। এই বেদীর উপর মঙ্গল ঘট স্থাপন, শ্রীশ্রীশালগ্রাম মূর্ত্তির এবং পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা, হোম প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে হয়। এই বেদীর উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ বেদী শর্করা অর্থাৎ ঝিল বিহীন মৃত্তিকা এবং সদ্য গোময় দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং উহার চতুর্দ্দিকে পঞ্চ বর্ণে বিচিত্র আটটী ঘট বসাইতে হইবে। ঘটের মুখ

সোনা বর্ণের পতাকা এবং বস্ত্রাদি ও পল্লব দ্বারা সুশোভিত করিবে এবং উপরে চন্দ্রাতপ ও নিম্নে বেদী—ইহার মধ্যে আম্র বকুল, জাম প্রভৃতির পল্লব দ্বারা তোরণাবলী প্রস্তুত করিতে হইবে। নানাবিধ পুষ্পমাল্য দ্বারা ঐ ছায়ামণ্ডপের যথারীতি শোভা বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য। ঐ বেদীর উপর সধবা স্ত্রীগণ পঞ্চবর্ণের গুড়ি দ্বারা পদ্মাদি অঙ্কিত করিবেন, নানাবিধ যথোপযুক্ত বর্ণ দ্বারা উক্ত মণ্ডপের দ্বারদেশ বিচিত্র করিবেন অর্থাৎ সধবা স্ত্রীগণ তাহার উপর আলিপনা দিবেন। এই সময়ে শঙ্খ ঘণ্টা এবং বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও সধবাগণের মুখবাদন অর্থাৎ হুলুধ্বনি বিশেষ মঙ্গলপ্রদ।

অনন্তর কৃতী সর্ব্ববিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র যথা—

যং ব্রহ্মবেদান্তবিদো বদন্তি পরে প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্ভূতেঃ কারণমীশ্বরংবা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ মন্ত্র পাঠ করিবেন।

যথা—

ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ কৃষ্ণোবৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ। কৃষ্ণঃ আদি পুরুষঃ। কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ। কৃষ্ণোঃ হা উ কর্ম্মাদিমূলঃ কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বকার্য্যঃ কৃষ্ণঃ কাশং কৃদাদীশমুখ্যঃ প্রভুঃ পূজ্যঃ। কৃষ্ণো হনাদি স্তস্মিন্ অজাণ্ডান্তর্বাহ্যং যন্মাঙ্গলং তল্লভতে কৃতী। ওঁ সহস্রশীর্ষা

পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা, অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং। ওঁ পুরুষং এবেদ-সর্ব্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভব্যং উতামৃতত্ব স্যেশানো যদন্নে নাতি রোহতি। ওঁ এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ মুদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎপুনঃ ততো বিশ্বং ব্যক্রো-মৎসাশনানশনে। ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধি পুরুষঃ স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমি মথো পুরঃ। ওঁ তস্মাৎ সর্ব্বভূত সংভৃতং পৃষদাজ্যং পশুস্তাশ্চক্রে বায়ব্যা নারনাথ গ্রাম্যাশ্চ যে, ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্ব-হুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে, ছন্দাংসি জজ্ঞিরে। তস্মাদ্ যজু স্তস্মাদজায়ত। ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ গাবো হি জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতো অবাবয়ঃ। ওঁ তং যজ্ঞ বর্হিষি প্রৌক্ষৎ পুরুষং জাতমগ্রতঃ তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে। ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ৎ মুখং কিং মস্যাসীৎ কিং বাহুঃ কিমুপদো উচ্যতে। ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ উরু তদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত। ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতো শ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুঃ শ্রবণশ্চ মুখা-দগ্নির জায়ত। ওঁ নাভ্যাসী দন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমি দর্শিতা শ্রোত্রাত্তথা লোকান-

কল্পয়ৎ। ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবযজ্ঞ মতন্বত। বসন্তো স্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরদ্ধবিঃ। ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুং। ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্ তে হ নাকং মহিমানং স চ সন্তবৈত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ। ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্তস্য দেবত্ব মায়াতু মগ্রে। ওঁ বেদাহ মেতৎ পুরুষং মহান্ত মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি নান্যং পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ওঁ প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে অন্তর জায়মানো বহুধাভিজায়তে, তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা স্তস্মিন্ হ তস্থু ভুবনানি বিশ্বা। ওঁ যো দেবেভ্যো আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ পূর্ব্বো যঃ দেবেভ্যো জাতো নামারুচায় ব্রাহ্ময়ে। ও রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্ যস্তেবং ব্রাহ্মণং বিদ্যাৎ তস্য দেবা অসন্বসে। ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপ অশ্বিনৌ ব্যাপ্তং ইষ্ণন্নিষাণা মুস্ম ঈশান সর্ব্ব লোকং স ঈশান।

তৎপরে কুঙ্কুমাক্ত অভাবে হরিদ্রাক্ত তণ্ডুলহস্তে গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত স্বস্তিবাচন পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ স্বস্তি নো ইন্দ্রোহনন্তঃ স্বস্তি নো বাসুদেবো

বিষ্ণুর্দধাতু স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু। স্বস্তি নো বিষ্বকসেনো বিশ্বেশ্বরঃ। স্বস্তি নো হৃষিকেশো হরির্দ্দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ। স্বস্তি নো অঞ্জনাসুতো অনুর্ভাগবতো দধাতু। স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গল কেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরো দধাতু।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মঙ্গল বাচন পাঠ করিবেন, যথা—

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ কার্ষ্ণা-দয়শ্চ কুর্ব্বন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনা॥ কৃষ্ণো মমৈব সর্ব্বত্র স্বস্তিং কুর্য্যাৎ শ্রিয়া সমম্। তথৈবচ সদা কার্ষ্ণি সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশনঃ॥ অতসী কুসুমোপমেয় কান্তি যমুনাকুলকদম্বমূলবর্ত্তী। নবগোপবধূবিলাসশালী বিত-নোতু নো মঙ্গলানি॥ কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জর কেশরী। কালিন্দী জলকল্লোল কোলাহলকুতূহলঃ॥ মাধবো মাধবো বাচ্যঃ মাধবো মাধবো হরিঃ স্মরন্তিসাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥ লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ। যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ॥ মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণু র্মঙ্গলং মধুসূদনঃ। মঙ্গলং হৃষীকেশোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥ বিষ্ণূচ্চারণ মাত্রেন কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধরেঃ সর্ব্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলংস্যান্ন সংশয়ঃ॥ সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীহরের্নাম মঙ্গলং পরং

স্বস্ত্যয়নং নৃণাং নান্যৈব গতিরন্যথা॥ পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ মাধবাদীংশ্চ যঃ স্মরেৎ। তস্যামঙ্গলং সর্ব্বং কার্য্যাদৌ বিঘ্ননাশনং। মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজং। মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং বিষ্ণুং নারায়ণং হরিং॥ বাসুদেব জগন্নাথ মচ্যুতং মধুসূদনং। তথা মুকুন্দানন্তাদীন্ যস্মরেৎ প্রথমং সুধীঃ। কত্রে সর্ব্বত্র সুতরাং মঙ্গলানাস্তু কর্ম্মণঃ॥ শ্রীকৃষ্ণঃ কুতুকী কালিন্দ-তনয়া কূলে কিশোরো হনিশং তৎকান্তা কমনীয় কাঞ্চন তনুঃ শ্রীমৎ কিশোরী তু সা। কালিন্দ্রো কমলা চ কৌস্তুভমণিঃ কৌমোদকী কাঞ্চনং কাঞ্চিঃ কম্বুবরঃ কুমারকমুখাঃ কুর্ব্বন্তু নো মঙ্গলং॥ যঃ খেলা খগবাহনঃ খগপতিঃ খাদিস্থ বিশ্বেশ্বরঃ পঞ্চেতে খচরাত্মজাঃ খচরহা যে খড়্গধারী হরিঃ। যঃ খে শ্রীখচরঃ খপুষ্পাহরণে স্বস্থোহভবৎ খেলয়া হস্তং যঃ খচরঃ স্বভৃত্য বশগঃ কুর্ব্বন্তু নো মঙ্গলং॥

তৎপরে মধ্যাহ্নকালে উপযুক্ত কৃষ্ণভক্ত পুরোহিতকে কৃতী বরণ করিবে। ঐ পুরোহিত নিত্যকর্ম্ম সমাপন করতঃ পূর্ব্বোক্ত ছায়া মণ্ডপের বেদীর উপর মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া উহার উপর তাম্রপাত্রে শ্রীশ্রীশালগ্রাম মূর্ত্তি রাখিয়া যথারীতি পূজা করিবেন। পূজাকালে আবরণ পূজার সময়—"ওঁ বিষ্বক্ সেনাদিভ্যো নমঃ"—বলিয়া বিষ্বকসেনাদি পঞ্চ দেবতার; "কব্যাদি নবযোগেন্দ্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া দশ দেবতার; "পৌর্ণমাস্যাদীভ্যঃ অষ্টাদশগণাতৃস্থানীয়াভ্যো নমঃ" বলিয়া অষ্টাদশ বৈষ্ণবীর; "ললিতাদ্যষ্টসখিভ্যো নমঃ" বলিয়া অষ্ট সখির

পূজা করিবেন। ঘটস্থাপন, আবরণ পূজার দেবতা প্রভৃতির বিষয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

অথ অধিবাস।

সায়ংকালে গোধূলি লগ্নে অধিবাস করা কর্ত্তব্য। অধিবাসের দ্রব্যাদি—গঙ্গা-মৃত্তিকা, গন্ধ (কর্পূরচন্দন ঘসা), একটী পাথরের নুড়ী, শ্বেত অথবা লালবর্ণের ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, হলুদ বাটা, আতপ চাউল, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, প্রদীপ, দর্পণ, সুগন্ধি, স্নানীয় জল, হরিদ্রা ছোপান কাপড়, ছোপান সুতা ১ ফেটী, চামর, অভিবন্দনের চন্দন। ছায়ামণ্ডপে বসিয়া অধিবাসের এক একটী দ্রব্য ধরিয়া মন্ত্রপূত করতঃ প্রথমে শ্রীবিষ্ণুর, তৎপরে বরকন্যার গাত্রে স্পর্শ করাইয়া, পুনরায় বরণডালায় রাখিতে হইবে।

গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া—

ওঁ ভূরসি ভূমি রসি অদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী যচ্চ পৃথিবীং মা হিংসীঃ। অনয়া গঙ্গামৃত্তিকয়া শ্রীবিষ্ণোঃ শুভাধিবাসঃ অস্তু।

কেবল বরের পক্ষে বরস্য শুভাধিবাসঃ অস্তু। কন্যার পক্ষে কন্যায়াঃ এবং বরকন্যা উভয়ের একসঙ্গে হইলে কন্যাবরয়োঃ এইরূপ বলিবে।

তৎপরে গন্ধ লইয়া—

ওঁ গন্ধ দ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং।

ঈশ্বরী সর্ব্বভূতানাম্ তামহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং॥ অনেন গন্ধেন শ্রীবিষ্ণো ইত্যাদি।

তৎপরে শিলা লইয়া—

ওঁ প্রপর্ব্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্টান্নারশ্চরন্তি সষিচই আনস্তো আরবৃত্তম্ নধরা শুদ্রত্নাহিং ব্রহ্ম মনুবীর মালা বিষ্ণো বিক্রমণ মসি বিষ্ণোর্বিক্রান্ত মসি॥ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি।

তৎপরে ধান্য লইয়া—

ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্। অনেন ধান্যেন ইত্যাদি।

তৎপরে দুর্ব্বা লইয়া—

ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পুরুষাঃ পুরুষঃ পবিত্র বালো দুর্ব্বেণ প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ। অনয়া দুর্ব্বয়া ইত্যাদি।

তৎপরে পুষ্প লইয়া—

ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চতে পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বেন ক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্ ইষ্ণন্নিষাণামুষ্ম ঈষাণ সর্ব্ব-লোকং মহর্ষাণ॥ অনেন পুষ্পেণ ইত্যাদি।

তৎপরে ফল লইয়া—

ওঁ যা ফলিনীয়াং অফলা অপুষ্পায়া অপুষ্পিণী বৃহস্পতি প্রসূতাস্তানোনামুঞ্চ ত্বং হসং॥ অনেন ফলেন ইত্যাদি।

তৎপরে দধি লইয়া—

ওঁ দধিক্রাবেৃাঋকার্যং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভি নো মুখাকরোৎ প্রাণ আয়ুংসি তারিষৎ। অনেন দধ্না ইত্যাদি।

তৎপরে ঘৃত লইয়া—

ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা মভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথিবী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিস্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥ অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি।

তৎপরে সিন্দূর লইয়া—

ওঁ সিন্ধোরিব প্রদ্ধে ত্বে সূঘনাশেবাতঃ প্রসীয়ঃ পতয় স্নিগ্ধা ঘৃতস্য ধারা অরুশোণ রাজি কাঢ্যাভিন্দ নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি।

তৎপরে শঙ্খ লইয়া—

ওঁ প্রতিকৃৎকায়া অর্ত্তনং ঘোষায়ত সমঘোষায়ত সমনন্তায় বহুবাহিনমন্তায় মূকং শব্দায়াড়ম্বরাঘাতং মহসে মহর্ব্বাণীবাদং। ক্রোশায়তু নবধ্বমবরস্বরায় শঙ্খধ্বন্বনায় বনপমন্যতে বিশ্বাদয়দারপম্। অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি।

তৎপরে অঞ্জন লইয়া—

ওঁ সমিদ্ধোঽঞ্জন কৃদরং সর্ত্তানাংত্র্যা মগ্রে মধূমত্যরাড়-মানঃ বাজীবহন বাজিনং জাতবেদা দেবানাং বক্ষিপ্রিয়মাস ধস্যম্। অনেন অঞ্জনেন ইত্যাদি।

তৎপরে রোচনা অর্থাৎ হলুদ বাটা লইয়া—

যুঞ্জন্তি ব্রধ্ন মরুধ চরন্তি পরিতস্থুষঃ রোচন্তে রোচনা দিবি। অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি।

তৎপরে সিদ্ধার্থ অর্থাৎ আতপ তণ্ডুল লইয়া—

ওঁ রক্ষোহনো বলগহন্ বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বলগহন্ উপদধামি বৈষ্ণবান্ যেষ্টরমস্মি বৈষ্ণবোস্থিঃ। অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি।

তৎপরে কাঞ্চন লইয়া—

ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য যাতঃ পতিরেক আসীৎ। যদাধার পৃথিবীং জামৃতে মাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি।

তৎপরে রৌপ্য লইয়া—

ওঁ কৃশনৌ রুক্মতরু ব্যাপ্যভ্যো দুর্ম্মর্ষ মায়ুঃ। শ্রেয়ে রুচানঃ অগ্নিরমৃতোঽভবৎ বয়োভির্যদেনং স্ফুরৈতা॥ অনেন রজতেন ইত্যাদি।

তৎপরে তাম্র লইয়া—

ওঁ অসৌ যস্তাম্রঃ অরুণ উতবভ্রু সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষুশ্রিতা সহস্রশো। বৈষাং হেলয়েমহি॥ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি।

তৎপরে প্রদীপ লইয়া—

ওঁ মনোজ্যোতি র্জুষতো মাজস্ত বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু অরিষ্ট যজ্ঞমিমন্দধাতু বিশ্বদেবা স ইহ মাদয়ন্তো মাপ্রতিষ্ঠ। অনেন দীপেন ইত্যাদি।

তৎপরে দর্পণ লইয়া—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলঃ সর্ব্বকার্য্যং কাশং কৃতাদীশ মুখপ্রভুপূজ্য কৃষ্ণোঽহমাদি তস্মিন্ অজাণ্ডান্তর্ব্বাহ্যে যন্মাঙ্গলং তল্লভতে কৃতী॥ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি।

তৎপরে সুগন্ধি তৈল লইয়া—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। অনেন সুগন্ধিতৈলেন।

তৎপরে হরিদ্রা লইয়া—

ওঁ বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি বিষ্ণোর্বিক্রান্তমসি বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যাহরি বিপক্ষ সারথে শোনো ধৃষ্টূ নর্বাহসা॥ অনয়া হরিদ্রয়া ইত্যাদি।

তৎপরে বস্ত্র লইয়া—

ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ তং ধীরা সঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্বোন্তমনসা দেবয়ন্তঃ॥ অনেন বস্ত্রেণ ইত্যাদি।

তৎপরে সূত্র লইয়া—

ওঁ সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতং দেবোনাবং স্ববিত্রামনাগস স্রবন্তী মারুহেম স্বস্তয়ে॥ অনেন সূত্রেণ ইত্যাদি।

তৎপরে (ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং) এবং (কৃষ্ণোবৈ সচ্চি-দানন্দঘনঃ) এই দুইটী মন্ত্র পাঠ করতঃ নব গুণ (তার)

পরিমিত কন্যার বামহস্তে এবং সপ্তগুণ অর্থাৎ সাতগুণ পরিমিত বরের দক্ষিণহস্তে কোন সধবানারীর বন্ধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

তৎপরে চামর লইয়া—

ওঁ বাতোবা মনবো গন্ধর্ব্বো বা সপ্তবিংশতি স্তেত্বগ্রে সময়ুঞ্জংস্তে অস্মিন্ যবমাদধুঃ ॥ অনেন চামরেণ ইত্যাদি।

তৎপরে চন্দন লইয়া—

ওঁ কোঽসি কতমোঽসি কস্মৈত্বা কায়ত্বা সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্যরাজন্ ॥ অনেন চন্দনেন ইত্যাদি ॥

তৎপরে সমস্ত দ্রব্য লইয়া অর্থাৎ বরণডালাটী ধরিয়া— নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ কন্যা ও বরের মস্তকে, বক্ষে এবং হৃদয় প্রভৃতি স্থানে স্পর্শ করাইবে। মন্ত্র যথা।—

ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদেত্বা অনুপদসি অনুপদেত্বা। সম্পদসি সম্পদেত্বা তেজসি তেজসেত্বা ॥ অনেন প্রশস্তি পাত্রেণ ইত্যাদি।

তৎপরে পঞ্চ প্রদীপ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের আরতি করিবেন এবং বরকন্যাকে সেই প্রদীপ দেখাইবেন। তৎপরে— কুড়ীর উপর ঘৃতের দ্বারা পঞ্চসংখ্যক অথবা সপ্ত সংখ্যক বসুধারা দেওয়া এবং মহাপ্রসাদান্নাদি দ্বারা চেদিরাজের পূজা করা কর্ত্তব্য।

অথ জ্ঞাতিকর্ম্ম।

বিবাহ দিবসে মুগ, যব, মাষকলাই এবং মসূর একত্রে উত্তমরূপ বাটিয়া কন্যার শরীরে মাখাইয়া, তাহাকে স্নান করাইবে,

স্নানের পূর্ব্বে বরের নাম একটী পত্রে লিখিয়া, উহা এক কলসী জলের ভিতর নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রদান করিবেন এবং সেই জলদ্বারা কন্যাকে স্নান করাইবেন।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ প্লাবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বিষ্ণুদেবতে শ্রীবিষ্ণুর্নামাসি সমানয়া ত্বং প্রবাতে ভবেৎ॥ পরমত্র জন্মাগ্রে তপসো বিনির্ম্মিতোঽসি স্বাহা॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কন্যার মস্তক কিঞ্চিৎ জলপ্রদান করতঃ তাহার ক্রোড়দেশে প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি মধ্যেজ্যোতি র্জাতিচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া নাভেরধোদেশ প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমধ্যদেশং নাভির্মুনা সম্প্রক্ষালয়ামি প্রজপায়ি প্রজাপতের্ম্মুখং ইতি দ্বিতীয়ং তেন পুংসোসি ভবসি সর্ব্বান্ কামান্ অবশান্ বশেন্যসী বাঙ্গী স্বাহা॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বের ন্যায় মস্তকে অল্প জল দিয়া প্রচুর পরিমাণ জলধারা সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া শির আদি পাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর প্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং স্বাহা॥ ইতি জ্ঞাতিকর্ম্ম।

অথ সম্প্রদানং।

অনন্তর লগ্ন সময় উপস্থিত হইলে, বরকে সম্প্রদানশালায় পূর্ব্বমুখে বসাইবেন এবং সম্প্রদাতা উত্তরমুখে বসিয়া আচমন ও শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, নিম্নলিখিতরূপ স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কন্যাসম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। তিনবার বলিবেন।

পুরোহিত—ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং।

সম্প্রদাতা বলিবেন, ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। তিনবার বলিবেন।

পুরোহিত বলিবেন—ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

সম্প্রদাতা বলিবেন,—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কন্যাসম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। তিনবার বলিবেন।

পুরোহিত বলিবেন,—ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং। তৎপরে স্বস্তি সূক্ত পাঠ করিবেন (২২ পৃঃ)। তৎপরে সম্প্রদাতা বরকে বলিবেন,—ওঁ সাধুভবানাস্তাং। বর বলিবেন,—ওঁ সাধ্বহমাসে।

সম্প্রদাতা বলিবেন,—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং। বর বলিবেন, ওঁ অর্চ্চয়।

তখন কৃতী তাহার মস্তকে প্রসাদীয় পুষ্প চন্দন ধান্য দূর্ব্বা মাল্যাদি প্রদান করিবেন এবং বরের হাঁটুর উপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্পর্শ করাইয়া বলিবেন—

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্র (কৃতীর গোত্র) অমুক দেববৈষ্ণবঃ (কৃতীর নাম) মৎসঙ্কল্পিত কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ববস্থায় অমুক গোত্রং (বরের গোত্র) শ্রীঅমুকদেববৈষ্ণবং (বরের নাম) অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।

তৎপরে হাঁটু ছাড়িয়া দিবেন এবং বর বলিবেন—

ওঁ বৃতোস্মি।

কৃতী—ওঁ যথাবিহিতং বৃতকর্ম্ম কুরু।

বর—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

তৎপরে জামাতাকে উঠাইয়া যথারীতি স্ত্রীআচার করিবেন। তৎপরে জামাতা পুনর্ব্বার পূর্ব্বমুখে এবং সম্প্রদাতা উত্তরমুখে এবং কন্যাকে জামাতার সম্মুখে বসাইবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা জামাতাকে বিষ্টরাদি প্রদান করিবেন। বিষ্টর অর্থাৎ কুশ অথবা দূর্ব্বাগুচ্ছ।

সম্প্রদাতা বিষ্টর গ্রহণ করিয়া বলিবেন—

ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্॥

জামাতা বিষ্টর গ্রহণ করতঃ—নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্টরটী আসনের নীচে রাখিবেন।

ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি। ওঁ প্রজাপতি র্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ওষধ্যো বিষ্ণুর্দেবতা বিষ্টরস্যাসনা:ন বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞী বহ্বীঃ শতবিচক্ষণ স্তাসামস্মিন্নাসনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত॥

সম্প্রদাতা আর একটী বিষ্টর লইয়া—

ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্টরটী পাদতলে রাখিবেন।—

ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামি, ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্য পাদয়ো রধস্তাদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞী বিষ্টতা পৃথিবী মমৃতামস্মিন্ বিষ্টিতামহে পাদয়ো রচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত॥

সম্প্রদাতা একটী জলপাত্র গ্রহণ করিয়া—

ওঁ পাদ্যা পাদ্যা পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

জামাতা উক্ত জলপাত্র লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রথমে বামপদ, পরে দক্ষিণ পদে এবং তৎপরে উভয় পদে কিঞ্চিৎ জল দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ পাদ্যা প্রতিগৃহ্নামি। ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্বিরাট্‌চ্ছন্দঃ আপোবিষ্ণু দেবতা পাদপ্রক্ষালনার্থ উদক-বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যতো দেবী প্রতিপশ্যাম্যাপঃ ততো মা ঋদ্ধি রাগচ্ছতু॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরাপো বিষ্ণুর্দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্যংপাদ মবনে নিজেঽস্মিন্ পাত্রে শ্রিয়ংদধে॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরাপো বিষ্ণুর্দেবতা দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দক্ষিণ পাদ মবনে নিজে অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরূপো বিষ্ণুর্দেবতা উভয়পাদ প্রক্ষালনেবিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ব্বমন্যং পরমন্য মুভৌপাদাববনে নিজে রাষ্ট্রে স্পার্দ্ধ্যা উভয়স্থ বিরুদ্ধ্যৈঃ ॥

তৎপরে সম্প্রদাতা আতপতণ্ডুল দূর্ব্বা শঙ্খাদি পাত্রে জল ধরিয়া বলিবেন,—

ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।

জামাতা অর্ঘ্যপাত্র লইয়া বলিবেন এবং মন্ত্র পাঠান্তে উহা নিজ মস্তকে দিবেন।

ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি। ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অর্ঘ্যরূপো বিষ্ণুর্দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনস্ত রাষ্ট্রিরসি রাষ্ট্রিস্তে ভূয়াসং ॥

তৎপরে সম্প্রদাতা একটী জলপাত্র লইয়া বলিবেন—

ওঁ আচমনীয় মাচমনীয় মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

জামতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে উহা গ্রহণ করতঃ উত্তরমুখে উহা হইতে কিঞ্চিৎ জল মুখে দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি। ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষি রাচমনীযরূপো বিষ্ণুর্দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ যশসি যশোময়ি ধেহি ॥

তৎপরে সম্প্রদাতা ঘৃতদধিমধুযুক্ত মধুপর্ক পবিত্রপাত্রে ধরিয়া বলিবেন—

ওঁ মধুপর্কং মধুপর্কং মধুপর্কং প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা মধুপর্ক লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া উহা হইতে কিঞ্চিৎ মুখে দিবেন।

"ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি, ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি মধুপর্কো বিষ্ণুর্দেবতা অর্হনীয় মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ ওঁ যশোঽসি যশো ময়ি ধেহি। ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি মধুপর্কো বিষ্ণুর্দেবতা অর্হনীয় মধুপর্ক প্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসে ভক্ষ্যামি, ওঁ মহসে ভক্ষ্যামি, ওঁ শ্রীর্ভক্ষ্যামি শ্রিয়ো ময়ি ধেহি॥

তৎপরে জামাতা বিনামন্ত্রে অবশিষ্ট মধুপর্ক সমস্ত ভক্ষণ করিবেন এবং হস্তমুখ ধুইয়া আচমন করিবেন; তৎপরে জামাতার দক্ষিণ হস্তে সুগন্ধি দ্রব্য এবং মঙ্গলৌ-ষধি লেপন করিয়া দিবেন। তৎপরে জামাতা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কন্যার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করতঃ নিজ বাম হস্তের উপর রাখিবেন এবং কোন পতিপুত্রবতী নারী একগাছি দুর্ব্বা দ্বারা ঐ হস্তদ্বয় বন্ধন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ ব্রহ্মাচ বিষ্ণুশ্চরুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ। তেভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমঃ॥

তৎপরে সম্প্রদাতা তিল, তুলসী, দুর্ব্বা, পুষ্প এবং ফলযুক্ত জলপাত্র গ্রহণ করতঃ শ্রীবিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সম্প্রদান মন্ত্র পাঠ করিয়া—বরকন্যার হস্তের উপর ঐ জল প্রদান করিবেন।

অথবিষ্ণুস্মরণ মন্ত্র।—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে। বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরংবা তস্মৈ নমো বিঘ্ন বিনাশনায়॥ মাধবো মাধবো বাচ্যঃ মাধবো মাধবো হরিঃ স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ কৃষ্ণোবৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণশ্চাদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলঃ স হ বৈ সর্ব্বকার্য্যঃ কৃষ্ণঃ কাশং কৃতাদিশমুখ্যঃ প্রভুঃ পূজ্যঃ কৃষ্ণোঽনাদি তস্মিন্ অজাণ্ডান্তর্বাহ্যং যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী॥

অথ সম্প্রদান মন্ত্র যথা।—

ওঁ বিষ্ণুরস্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্দ্ধে শ্বেতবারাহ কল্পে বৈবস্বতাখ্য মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কলিযুগস্য প্রথম সন্ধ্যায়াং ব্রহ্মবিংশতৌ বর্ত্তমান যথানাম শুভসম্বৎসরে যথায়নে অমুক ঋতৌ অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারান্বিতায়াং নক্ষত্র-সংযুক্তায়াং চন্দ্রমসি যথাস্থানাবস্থিতে ভৌমাদিগ্রহ যোগকরণ মুহূর্ত্ত শকাব্দিস্থ জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে মেধীভূতস্য সুমেরোর্দ ক্ষিণে লবণার্ণবস্য উত্তরে গঙ্গায়াঃ যথানাম ভাগে পুরাণভূমৌ শ্রীশালগ্রামশিলা গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-বহ্নি-সন্নিধৌ অস্মিন্ বিশিষ্টে ভারতবর্ষাখ্য পুণ্যভূপ্রদেশে অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক বেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেববৈষ্ণবস্য প্রপৌত্রায়, অমুক গোত্রস্য ইত্যাদি

অমুক দেববৈষ্ণবস্য পৌত্রায়, অমুক গোত্রস্য ইত্যাদি অমুক দেববৈষ্ণবস্য পুত্রায়, অমুক গোত্রায় ইত্যাদি শ্রীঅমুক বৈষ্ণবায় বিশিষ্ট বরায় তুভ্যং; অমুক গোত্রস্য ইত্যাদি অমুক দেববৈষ্ণবস্য প্রপৌত্রীং, অমুক গোত্রস্য ইত্যাদি অমুক দেববৈষ্ণবস্য পৌত্রীং, অমুক গোত্রস্য ইত্যাদি অমুক দেববৈষ্ণবস্য পুত্রীং, অমুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং অমুক বেদান্তর্গতাং অমুক শাখৈক ধ্যায়িনীং শ্রীমতীং অমুকাভিধানাং এণাং কন্যাং সুবস্ত্রাং, সালঙ্কারাং অরোগিনীং যথাকালোপ স্থাপিনীং প্রজাপতি বিষ্ণুদেবতাকাং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ স্মরণপূর্ব্বকং সম্প্রাদদে।

তিনবার বলিয়া বরকন্যার হস্তের উপর জল দিবেন। জামাতা বলিবেন, "স্বস্তি" এবং নিজ গায়ত্রী জপ করিবেন। তৎপরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যার হৃদয় স্পর্শ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামো অদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্র মাবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে ॥

তৎপরে সম্প্রদাতা বরকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দক্ষিণা দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রায় ইত্যাদি অমুকদেব বৈষ্ণবায় বরায় কৃতৈতৎ কন্যা সম্প্রদান সুপ্রতিষ্ঠার্থং

দক্ষিণাং সুবর্ণ মূল্যোপ্তা কল্পিতাম্ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ পূর্ব্বকং সম্প্রদদে॥

জামাতা পূর্ব্ববৎ "স্বস্তি" বলিবেন এবং ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। তৎপরে বরকন্তার বস্ত্রপ্রান্তে হরিতকী, গুবাক তুলসী, গন্ধপুষ্প, কুঙ্কুম, হরিদ্রা চন্দনাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া গ্রন্থিবন্ধন করা কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

শ্রীলক্ষ্মী পীতাম্বরয়োঃ রেবতী বলরাময়োঃ, তথাসীতা রাময়োশ্চ শ্রীদুর্গাশিবয়োর্যথা॥ দেবহূতিঃ কর্দ্দময়োঃ শচীমঘবতোর্যথা। শতরূপা স্বায়ম্ভুবয়োঃ রেণুকা জামদগ্নয়োঃ যথাহল্যাগৌতময়ো দৈবকী বসুদেবয়ো। মন্দোদরী রাবণয়ো র্যশোদানন্দয়োর্যথা॥ শ্রীদ্রৌপদীপাণ্ডবয়ো শ্রীতারাবালিভূভুজোঃ। দময়ন্তীনলকয়ো শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্যথা। অনয়োঃ কন্যাবরয়ো স্তথা স্যাদ্ গ্রন্থিবন্ধনং॥

তৎপরে সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচন করিয়া বলিবেন,—

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ কৃতেস্মিন্ কন্যাদান কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

তৎপরে সম্প্রদাতা শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবেন—ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ইত্যাদি।

অথ লাজহোমঃ।

তৎপরে জামাতা প্রধান গৃহে যাইয়া সাধারণ পূর্ব্ব কর্ম্ম

লিখিত প্রণালী অনুসারে যোজক নামক অগ্নি সংস্থাপন করতঃ বিরূপাক্ষ জপান্ত কর্ম্ম সমূহ করিবেন। জামাতার কোনও বয়স্য যে স্থানের জল না শুকায় এরূপ জলাশয় হইতে এক কলসী জল আনিয়া বস্ত্রাবৃতদেহে অগ্নির দক্ষিণ দিকে উত্তরাভিমুখে কোন কথা না বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন এবং অপর কোনও বয়স্য এক গাছি যষ্টি হস্তে লইয়া প্রথম বয়স্যের পশ্চাতে তাঁহার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবেন, তৎপরে তিনি অগ্নির উত্তর দিকে যাইয়া একখানি শূর্পে অর্থাৎ কুলোয় চারি অঞ্জলি পরিমিত শমীপত্র মিশ্রিত খই রাখিবেন তাহার নিকটে একটী শিল নোড়া ও তাহার পশ্চিম দিকে বেনার পাতা নির্ম্মিত বস্ত্র বেষ্টিত একটী চেটাই থাকিবে। পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে নব বধূকে বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্জগতীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা অধোবস্ত্র পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেব্যোঽন্তানভিতো ততন্থ তাস্ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়স্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উত্তরীয় বস্ত্রপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরিদধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা বসূনি চার্য্যে বিভজাসি জীবন্।

প্রথম মন্ত্রে অধোবস্ত্র এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে উত্তরীয় যজ্ঞোপবীত

রূপে পরিধান করাইবেন, তৎপরে বধূর কপালে সিন্দূর দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা সিন্দূর দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাশো বাতপ্রমীয়ঃ প্রত্মরন্তি ঘৃতস্যধারা অরূপন বাজী কাষ্ঠাভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥

তৎপরে বধূকে অগ্নির অভিমুখী করিয়া জামাতা পাঠ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা পত্যুঃ কন্যানয়ন জপে বিনিয়োগঃ। সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদদদগ্নি র্মহ্য মথো ইমাম্ ॥

তৎপরে অগ্নির পশ্চিম দিকে যাইয়া বধূ দক্ষিণ পদদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রবেষ্টিত বেণার চেটাইটী চালনা করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-র্দেবতা কটপাদ প্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রমেপতিয়ানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং ॥

যদি বধূ লজ্জাবশতঃ মন্ত্রপাঠ না করেন, তবে জামাতা নিজে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-র্দেবতা কন্যা কটপাদ প্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রেস্যাঃ

পতিয়ানি পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ ॥

তৎপরে ঐ ছেটাই এর পূর্ব্বপার্শ্বে বধূ পতির দক্ষিণ দিকে এবং পতিও বধূর উত্তর দিকে উপবেশন করিবেন। তৎপরে হোমার্থ বিনামন্ত্রে একখানি সমিধ অগ্নি প্রদান করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। বধূ দক্ষিণ হস্তে পতির দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন এবং পতি নিম্নলিখিত ছয়টী মন্ত্রে ছয়বার আহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রতি জগতীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাৎ তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রতি জগতীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমামগ্নি স্ত্রায়াতাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্র মানন্দ মভিবুধ্যতা মিয়ং স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা আজ্য হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ স্তনন্ধয়স্তে পুত্রান্ সবিতাভি রক্ষত্বা বাসসঃ পরিধানাৎ বৃহস্পতি র্বিশ্বদেবাশ্চাভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রতি জগতীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-দেবতা আজ্য হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা তে গৃহেষু নিশিঘোষঃউত্থাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু মা ত্বং রুদত্যুর-গাবধিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমাং স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রূপরিষ্টাদ্ বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ্রজস্যং পৌত্র মত্যং পাপ্মানমুতবা অঘং শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রূঙ্কিকৃচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতা আজ্য হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরেতু মৃত্যু রমৃতং আগাদ্ বৈবস্বতো নো ভয়ং কৃণোতু পরং মৃত্যোনুপরেহি পন্থা যত্র নোহন্য ইতরো দেব যনাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং রীরিষোমোত বীরান্ স্বাহা॥

অনন্তর ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করা কর্ত্তব্য, অনন্তর জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে দুইবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। যথা—

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা "ওঁ সোমায় স্বাহা।"

তৎপরে লাজহোম করা কর্ত্তব্য। তৎপ্রণালী যথা— জামাতা বধূর সহিত উঠিয়া দাঁড়াইবেন। পতি বধূর পশ্চাতে উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া নিজ হস্তদ্বারা বধূর হস্তদ্বয় অঞ্জলি করিয়া ধরিবেন। তৎপরে বধূর মাতা ভ্রাতা অথবা অন্য কোনও

ব্রাহ্মণী পূর্ব্বস্থাপিত খৈ দ্বারা উক্ত বধূ ও বরের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন এবং বধূ দক্ষিণ পদদ্বারা পূর্ব্বোক্ত শিল নোড়া নাড়িতে থাকিবেন, তৎকালে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমশ্মান মারোহ অশ্মেব ত্বং স্থিরাভব, দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ॥

তৎপরে জামাতা বধূর হস্তস্থিত খৈএর উপর একবার ঘৃত দিয়া পুনরায় চারিবার খৈ তুলিয়া দিবেন এবং তাহার উপর পুনরায় দুইবার ঘৃত দিবেন এবং জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে বধূ অঞ্জলি ভেদ অর্থাৎ হাত ফাঁক না করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রুপরিষ্টা জ্যোতিষ্মতীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা লাজ হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং নার্য্যুপ ব্রূতে অগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা॥

তৎপরে জামাতা বধূকে অগ্রে করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা কন্যা পরিণয়ে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয় মপদীক্ষাং মযষ্ট কন্যা উতত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতি গাহেমহি দ্বিষঃ॥

তৎপরে পুনরায় জামাতা বধূকে সম্মুখে লইয়া বধূর অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর মুখে দাঁড়াইবেন এবং বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য কোনও ব্রাহ্মণ পূর্ব্বের ন্যায় বধূর অঞ্জলি খৈদ্বারা পূর্ণ করিবেন ; বধূ দক্ষিণ পদদ্বারা শিল নোড়া নাড়িতে থাকিবেন এবং জামাতা পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বের মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু র্দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং অশ্মান মারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্তমপরাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ॥

তৎপরে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বধূর হস্তে জামাতা খৈ এবং ঘৃত দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে বধূ ঐ খৈ অগ্নিতে আহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি রুপরিষ্টাদ্ বৃহতীচ্ছন্দো বিষ্ণু র্দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং কন্যা হরি মযক্ষত। স ইমাং দেবো বিষ্ণু প্রতিমুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা ॥

তৎপরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ বধূকে অগ্রে করিয়া জামাতা পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। এইরূপ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ও তিনবার বধূ দক্ষিণ পদদ্বারা শিল নোড়া নাড়িবেন এবং তিন বার অগ্নিতে খৈ প্রদান করতঃ তদুপরি অবশিষ্ট খৈগুলি রাখিয়া তাহাতে পুনরায় ঘৃত দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জামাতা পাঠ করিলে বধূ কুলা ধরিয়া খৈগুলি অগ্নিতে প্রদান করিবেন মন্ত্র যথা—

ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।

তৎপরে সপ্তপদী গমন কর্ত্তব্য। তৎপ্রণালী যথা—উক্ত আসনের নিকট হইতে ঈশান কোণ অভিমুখে কোন সধবা স্ত্রী আতপ তণ্ডুলবাটাদ্বারা সাতটী বৃত্তাকার মণ্ডলীকা প্রস্তুত করিবেন, জামাতা একটী মন্ত্র বলিবেন আর বধূ প্রথমে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া একটী মণ্ডলিকাতে যাইবেন, পরে বাম পদ লইবেন।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি এক পাদ্ বিরাট্‌চ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা কন্যা পাদা ক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ এক মিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ১।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্দ্বিপাদ্ বিরাট্‌চ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা দ্বিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ২।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি স্ত্রিপাদ্ বিরাট্ চ্ছন্দো. বিষ্ণুর্দেবতা ত্রিপাদাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্রীনি ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ৩।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি শ্চতুস্পাদ বিরাট্ ছন্দোঃ বিষ্ণুর্দেবতা চতুস্পাদাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি মায়ো ভবায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ৪।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষিঃ পঞ্চপাদ্ বিরাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পঞ্চপদাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ৫।

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষির্ষট্‌পাদ্ বিরাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা ষট্‌পাদাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ষড্‌রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ৬।

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষিঃ সপ্তপাদ্ বিরাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা সপ্তপাদাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ৭।

এইরূপ কন্যা সপ্তম মণ্ডলীকাতে গমন করিলে পতি তাহাকে সম্বোধন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষিঃ সামিকীপংক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীহরির্দেবতা পাদাক্রমানন্তরং আসনাসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সখা সপ্তপদীভব সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মা যোষ্ঠ্যাঃ।

তৎপরে কন্যা আসিয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে দাঁড়াইবেন এবং জামাতা বিবাহ দর্শকদিগকে আমন্ত্রণ করিবেন। তৎপরে পূর্ব্ব স্থাপিত কলসীর জল দ্বারা জামাতার বয়স্থ তাহাকে স্নান করাইবেন এবং জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দো বাসুদেবাত্মা দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বাসুদেবাত্মা সমাপো হৃদয়ানি নৌ সন্ মাতরিশ্বা সমুদেষ্ট্রি দধাতু নৌ ॥

তৎপরে উক্ত মন্ত্র দ্বারা বধূকেও স্নান করাইবেন।

অথ পানি গ্রহণম্।

বধূ হস্তে অঞ্জলি বদ্ধ করিবেন, জামাতা বাম হস্তদ্বারা ঐ

অঙ্গুলির নিম্ন ভাগ স্পর্শ করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধূর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া, নিম্নলিখিত ছয়টী মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সনকাদয়ো দেবতা গৃহীত কন্যাপাণেঃ পত্যুর্জপে বিনিযোগঃ।

ওঁ গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথাসঃ। ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধ্রী মহ্যং ত্বা দুর্গার্হ পত্যায় দেবাঃ।

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা গৃহীত কন্যাপাণেঃ পত্যুর্জপে বিনিযোগঃ। ওঁ অঘোর চক্ষু রপতি ঘ্নোধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনা সুবর্চ্চাঃ। বীরসূ র্জীবসূ দেবকামাশ্যোনা শং নো ভব দ্বিপাদে শং চতুষ্পাদে॥

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগ পর্য্যন্তং পূর্ব্ববৎ। ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি রাজরসায় সমনক্তু র্য্যমাত্বাতু র্মঙ্গলীঃ পতিলোক মাবিশ শন্নোভব দ্বিপদে শংচতুষ্পাদে। ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমাং ত্বাং বিঘোম্মিড্ঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃষিদসাস্থাং পুত্রানাধেহি পতি মেকাদশং কুরু॥

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব ননন্দরিচ সাম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥

প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে

হৃদয়ং দধাতু মমচিত্তং মনুচিত্তস্তে অস্তু মম বাচ মেকমনা জুষস্ব শ্রীবিষ্ণুস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং॥

তৎপরে জামাতা বধূর হস্ত গ্রহণ করিবেন এবং বামদিকে বসাইবেন।

উত্তর বিবাহঃ।

পুনর্ব্বার যোজক নামক অগ্নিসংস্থাপন পূর্ব্বক পতি মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া ছয়বার আহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণোদেবতা পূর্ণাহুতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ লেখা সন্ধিষু পক্ষ স্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে পাপকং তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা॥

ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকং ঈক্ষিতে রুদিতে চ যৎ তানি তে ইত্যাদি। ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ তানি তে ইত্যাদি।

ওঁ আরোহেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ তানি তে ইত্যাদি। ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু যানি তে তানি তে ইত্যাদি। ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু ভবাভবং তানি তে ইত্যাদি॥

তৎপরে বর বধূর সহিত বাহিরে আসিয়া বধূকে ধ্রুব ও অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করাইবেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ধ্রুবপ্রিয়ো দেবতা ধ্রুব দর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং॥ ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধা হমস্মি॥

তৎপরে বধূ বরের নাম ও নিজের নাম একবার উচ্চারণ করিবেন এবং পতিকে অভিবাদন করিবেন।

তৎপরে বর ভোজনান্তে বধূকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিবেন। ভোজনকালে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে॥ ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

তৎপরে ভোজনাবশিষ্ট বধূকে প্রদান করিবেন এবং যাত্রাকালে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলীং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রং। আরোহ সূর্য্যে অমৃতস্য নাভিং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব॥

পথে যাইতে যাইতে চতুষ্পথ দেখিলে তত্রস্থ দেবতাসকলকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য।

অথ চতুর্থীহোমঃ।

বিবাহ দিবসের চতুর্থ দিনে চতুর্থী হোম করা কর্ত্তব্য। তৎপ্রণালী যথা—

প্রথমতঃ সর্ব্বসাধারণ পূর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করতঃ শিখি নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া বিনামন্ত্রে একখানি সমিধ অগ্নিতে প্রদান পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। অনন্তর বধূকে দক্ষিণ

কে বসাইয়া পতি নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুড়িবার আহুতি দিবেন, প্রত্যেক আহুতির পর স্রুবলগ্ন ঘৃত অগ্নির দক্ষিণ দিকে স্থাপিত একটী জলপাত্রে নিক্ষেপ করিবেন। ঐ জলপাত্রে— তুলসী চন্দন গন্ধপুষ্প এবং দূর্ব্বা থাকা আবশ্যক। আহুতি মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা চতুর্থী হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অচ্যুত প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তা মস্যা অপজহি স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীবিষ্ণো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ চক্রপাণে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং ইত্যাদি অপজহি স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বেশো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্ব্বেশ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং ইত্যাদি অপজহি স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু চক্রেপাণি সর্ব্বেশাচ্যুত চতস্রো দেবতা শ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুচক্রেপাণি সর্ব্বেশাচ্যুতা প্রায়শ্চিত্তে যূয়ং বাসুদেবাদীনাম্ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণোবো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীতনস্তামস্যা অপহত স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনন্ত প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নীতনু স্তামস্যাঃ অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাসুদেব প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নীতনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চতুর্ভুজোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চতুর্ভুজ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকামা উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নীতনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীতনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবানন্ত চতুর্ভুজ সর্ব্বেশ্বরা দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাসুদেবানন্ত চতুর্ভুজা প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা পতিঘ্নীতনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাসুদেব প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম্ উপধাবামি যাস্যা অপুত্রাতনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সঙ্কর্ষণোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সঙ্কর্ষণ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্রাতনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রদ্যুম্ন প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্রাতনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিবসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম্ উপধাবামি যাস্যা অপুত্রাতনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধা দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধা প্রায়শ্চিত্তয়ো যয়ং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তয়স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্রা অপসব্যা তনু স্তামস্যা অপজহত স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নারায়ণ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীগোবিন্দো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ গোবিন্দ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমাধবোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীমাধব প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিযোগঃ। ওঁ শ্রীকৃষ্ণ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং বাসুদেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তরসি ব্রাহ্মণ স্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপসব্যা তনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীনারায়ণগোবিন্দ মাধব শ্রীকৃষ্ণশ্চত্বারো দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নারায়ণগোবিন্দমাধবশ্রীকৃষ্ণ প্রায়শ্চিত্তয়োযূয়ং শ্রীবাসু-দেবাদীনাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম [illegible] যাস্যা অপসব্যা তনু স্তামস্যা অপজহত স্বাহা ।

তদনন্তর সধবা পুত্রবতীনারীগণ বধূ সহিত বরকে উঠাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে লইবেন এবং পূর্ব্বোক্ত স্রুবলগ্ন ঘৃতমিশ্রিত উদকপাত্রস্থিত জল আম্রাদির পল্লব দ্বারা উঠাইয়া তাহাদিগকে স্নান করাইবেন এবং বরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া করিবেন। তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করা কর্ত্তব্য। তৎপরে সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ উত্তর কর্ম্ম সম্পাদনকরতঃ কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন এবং ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-ভোজন ও অন্যান্য জীবসন্তর্পণ করাইবেন।

ইতি বিবাহকর্ম্ম সমাপ্তম্।

অথ গর্ভাধানং।

প্রথম শুচি স্নানের পর নিষেক দিবসে সায়ংসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়া শুভলগ্নে পতি স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে সংকল্প করিবেন। যথা—

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রায়ঃ শ্রীমৎ পত্ন্যা অমুকী দেব্যা গর্ভাধান কর্ম্মণি শ্রীঅমুক দেববৈষ্ণবঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ বিশিষ্ট পুত্রোৎপত্ত্যর্থম্ কশ্যপাদি পার্ষদ বৈষ্ণব সহিত শ্রীমদ্ভগবন্তম্ পূজাপূর্ব্বকং শ্রীবিষ্ণবে অর্ঘ্য দানমহং করিষ্যে।

অনন্তর শালগ্রামাদি পূজা করিয়া শঙ্খে অথবা কোন মৃৎ-

পাত্রে পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, জল, দুগ্ধ, হরিতকী, গন্ধ, গুবাক, সুগন্ধিপুষ্প, অগুরুচন্দন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, দূর্ব্বা, তুলসী, আমলকীর পাতা রাখিয়া তদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

জগন্নাথ মহাবাহো সর্ব্বোপদ্রবনাশন ।
নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং গৃহাণ জগদীশ্বর ॥ ১
নারায়ণ হরেরাম গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ ।
নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ২
দীনবন্ধো কৃপাসিন্ধো পরমানন্দ মাধব ।
নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং গৃহাণ মধুসূদন ॥ ৩
বিশ্বাত্মন্ বিশ্ববন্ধোহি বিশ্বেশ বিশ্বলোচন ।
নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘ্যং গৃহাণ শ্যামসুন্দর ॥ ৪
চিদানন্দ হৃষিকেশ ভক্তবশ্য জনার্দ্দন ।
নবপুষ্পোৎসবে মেঽর্ঘং গৃহাণ কমলাপতি ॥ ৫

তৎপরে বধূকে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া পতি তাহার পশ্চাৎদিক হইতে স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুরচ্যুত জগদীশা-দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু অচ্যুতো রূপাণি পিংষতু। আসিঞ্চতু হরির্গর্ভং জগদীশো দধাতু তে ॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ গর্ভোদশায়ি

নরনারায়ণ দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ গর্ভং তে নরনারায়ণৌ বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।

অনন্তর বধূর নাভিদেশে সুবর্ণ স্পর্শ করাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—

ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং সুপুত্রোৎপত্তি হেতবে।
তস্মাত্বং সর্বকল্যাণি অবিঘ্ন গর্ভধারিণী॥
ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥

তৎপরে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া পতিপুত্রবতী নারী বধূকে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া খাওয়াইবেন। তৎপরে স্ত্রী পতিসেবা করিবেন।

ইতি গর্ভাধানং।

অথ পুংসবনং।

গর্ভের তৃতীয় মাসের প্রারম্ভে শুভদিনে পুং নক্ষত্রে পতি প্রাতঃস্নান করতঃ নিত্যকর্ম্ম সমাপণ পূর্ব্বক মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বসাধারণ পূর্ব্বকর্ম্ম বিধানে চন্দ্র নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া পূর্ব্বকর্ম্ম শেষ করিবেন এবং বধূকে অগ্নির পশ্চিম দিকে নিজের দক্ষিণ হস্ত পার্শ্বে বসাইয়া প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ বিনামন্ত্রে একখানি সমিধ অগ্নিতে প্রদান করিবেন, তৎপরে যথারীতি মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন, তৎপরে পতি উঠিয়া, বধূর পশ্চাৎ দিকে বসিয়া দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করতঃ তাহার নাভি স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি রনুষ্টপ্ ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণু বাসুদেবাচ্যুতানন্ত গোবিন্দা বিষ্ণবো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমাংসে মহাবিষ্ণু বাসুদেবো পুমাংসো অচ্যুতানন্তাবুভৌ পুমান্ গোবিন্দশ্চ বিষ্ণুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে ॥ ৮

তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া সর্বকর্ম সাধারণ উত্তর কর্ম করিবেন এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

কোনও কোনও মতে বটবৃক্ষের পশ্চিম উত্তর দিকের শাখার অবরোহ অর্থাৎ শুঙ্গা বা বোয়া সংগ্রহ পূর্বক নীহার জল দ্বারা বাটিয়া গর্ভিনীর দক্ষিণ নাসিকায় শুঁকাইবার ব্যবস্থা আছে।

ইতি পুংসবনং।

সীমন্তোন্নয়নম্।

গর্ভের চতুর্থ ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করা বিধেয়। যদি গর্ভাধান পুংসবন ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকে, তবে উক্ত কর্ম্মদ্বয় সীমন্তোন্নয়নকালে করা কর্ত্তব্য। যথাকালে উক্ত কর্ম্মদ্বয় না হইলে তদ্দোষ প্রশমন নিমিত্ত শান্ত্যয়নহোম করিয়া তৎপরে গর্ভাধান এবং পুংসবন কর্ম্ম শেষ করিয়া, তৎপরে সীমন্তোনয়ন করা কর্ত্তব্য। তাহার নিমিত্ত এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—

ওঁ অদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ এতন্মদীয় পত্ন্যা যথাকালে গর্ভাধান

পুংসবন কর্ম্মাণোকরণজনিতদোষ প্রশমনায় শাট্যায়নপ্রায়-শ্চিত্ত হোমমহং কুবর্বীয়।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করা কর্ত্তব্য। উহা সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ উত্তরকর্ম্ম মধ্যে ১২।১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে যথানিয়মে গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্মদ্বয় সম্পন্ন করিয়া সীমন্তোন্নয়ন কর্ম্ম প্রারম্ভে মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়।

তৎপরে বধূর পৃষ্ঠদেশে পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইয়া পতি বধূর গলদেশে একবৃন্ত স্থিত পাকা ডুম্বর ফল সৈট্রিহত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঝুলাইয়া দিবেন। তৎসহ স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগল, নিম্বফল, সর্ষপ, ভল্লাতক (ভেলা) এবং বচ গ্রথিত থাকা কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা ঔডুম্বর ফলযুগল বন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়মুর্জ্জা-বতোবৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণবনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িং॥

তৎপরে দর্ভপিঞ্জলী তিনটী গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূর সীমন্তদেশে স্পর্শ করাইয়া কেশ মধ্যে বাঁধিয়া দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা দর্ভপিঞ্জলিভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ॥ ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ॥ ওঁ প্রজা-পতি ইত্যাদি বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ॥

তৎপরে শর (তৃণবিশেষ) গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ সীমন্তে স্পর্শ করাইয়া কেশপাশে বাঁধিয়া দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি স্ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতে সীমানং নয়তি প্রজাপতি বিষ্ণুর্মহতে সৌভাগ্যায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদৃষ্টিং কৃণোমি॥

তৎপরে সূত্রপূর্ণ নলি লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সীমন্তোন্নয়ন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি র্জগতীচ্ছন্দঃ শ্রীরামোদেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুনা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রামমহং সুহবাং সুষ্টুতীহুবে শৃনোতুনঃ সুভগা বোধতুত্মনা সীব্যত্বযঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্য মানয়া দদাতুবীরং শতদায়মুখ্যং॥

তৎপরে তিনটী শ্বেতবর্ণ সজারুর কাঁটা লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সীমন্তোন্নয়ন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি র্জগতীচ্ছন্দঃ শ্রীরামোদেবতা ত্রিশ্বেতয়া শললা্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসা যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনিতাভি র্নোহদ্য সুমনা উপগেহি সহস্রপোষং সুভগে ররানা॥

তৎপরে তিল তণ্ডুল এবং মাষকলাই একটী পাত্রে সিদ্ধ হইতে থাকিবে, তদুপরি ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া বধূকে তাহা দেখাইয়া, পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা বধূপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কিং পশ্যসি।

তৎপরে বধূ স্থালীর দিকে তাকাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাঃ পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ॥

তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করতঃ সর্ব্বসাধারণ উত্তর কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। সধবা পুত্রবতী নারীগণ বধূকে বেদী হইতে উঠাইয়া সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করাইয়া বীরসূ ভব, জীবসূ ভব, জীবপত্নী ভব ইত্যাদি আশীর্ব্বাদবাক্য বলিবেন, আর ঐ সিদ্ধ তিলতণ্ডুলাদি কিঞ্চিৎ গর্ভবতী ভক্ষণ করিবেন।

ইতি সীমন্তোন্নয়নং।

অথ শোষ্যন্তী হোমঃ।

আসন্নপ্রসবা সুখপ্রসবার্থ শোষ্যন্তী হোম কর্ত্তব্য। তৎকালে পতি স্নান করতঃ শুচি হইয়া নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবেন।

ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রায়া অমুকী দেব্যা সুখপ্রসব কামঃ শোষ্যন্তীহোম মহং কুর্ব্বীয়।

তৎপরে পতি যথাবিহিত পূর্ব্বকর্ম্ম বিধানে অগ্নি স্থাপন

করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত পূর্ব্বকর্ম্ম করিবেন এবং প্রকৃতে কর্ম্মারম্ভে মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন, তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শোষ্যন্তী হোম করা কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষিঃ পংক্তি ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা শোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যন্তে তিরশ্চতী নিপদ্যতেহহং বিধরণী ইতি তাং ত্বাং ঘৃতস্য ধারয়া যজ্ঞে সংরাধণীমহং সংরাধন্যৈ দেব্যৈ দেষ্ট্রৈ স্বাহা॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা শোষ্যন্তী হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিপশ্চিৎ পুচ্ছ মভরত্তদ্ধাতা পুনরাহরৎ। পরে হি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং জনিষ্যতে অসৌনাম স্বাহা।

অসৌনাম ইহার স্থলে ভবিষ্যৎ পুত্রের নাম যাহা রাখিতে বাসনা হয়, তাহা বলিবেন, তৎপরে উত্তরকর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য।

অথ জাতকর্ম্ম।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহাকে স্তন্য প্রদান অথবা তাহার নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম করা বিধেয়, তৎপ্রণালী যথা ঃ—

জাতপুত্রের পিতা স্নান করতঃ শুচি হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক কোনও কুমারী অথবা গর্ভবতী অথবা কোন শ্রুতস্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিষ্কৃত ধৌতশিলাতলে স্থাপিত ব্রীহিধান্য এবং যব অপর একখণ্ড শিলাদ্বারা পেষণ করাইয়া

লইবেন। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ পিষ্টব্রীহি এবং যব গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বালকের জিহ্বা মার্জ্জন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রণুষ্টুপ্‌ছন্দো অনন্তো দেবতা ব্রীহিযবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়মাজ্ঞেদ মন্নমিদ মায়ুরিদ মমৃতং।

পুনরায় স্বর্ণপাত্রে ঘৃত রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের জিহ্বা মার্জ্জন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রণুষ্টুপ্‌ছন্দো মাধব হরি কমলাচ্যুতানন্তা দেবতাঃ কুমারস্য সর্পিঃ প্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে মাধববামনৌ মেধাং তে হরি র্দধাতু। মেধাং তে অচ্যুতানন্তো বাধত্তাং পুস্করস্রজৌ স্বাহা।

পুনরায় ঐরূপ স্বর্ণে ঘৃত সংযুক্ত করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জিহ্বা মার্জ্জন করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা কুমারস্য সর্পিঃ প্রাশনেবিনিয়োগঃ। ওঁ সদসম্পতি মদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধাময়াশিষং স্বাহা। তৎপরে "নাভিং কৃন্তত স্তন্যঞ্চ দত্ত" এই কথা বলিয়া নাড়ীচ্ছেদন ও স্তন্যপ্রদান কর্ত্তব্য।

ইতি জাতকর্ম্ম।

অথ নিষ্ক্রামণম্।

কুমার জন্মিবার পর তৃতীয় শুক্লপক্ষে তৃতীয় তিথিতে প্রাতঃকালে কুমারকে স্নান করাইয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে পিতা পূর্ব্বাভিমুখে শালগ্রামশিলার সন্নিধানে উপবেশন করিবেন। মাতা শুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা কুমারকে আচ্ছাদন করতঃ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া স্বামীর বাম পার্শ্বে বসিবেন এবং বালকের মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া ঐ বালককে তাহার পিতার নিকট প্রদান করিবেন। তৎপরে মাতা স্বামীর পৃষ্ঠদিক্ দিয়া উত্তর দিকে যাইয়া স্বামীর দক্ষিণ পার্শ্বে (ডাহিন দিকে) বসিবেন। তৎপরে পিতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রণুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা কুমারস্য শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং হিতমন্তং প্রজাপতৌ বেদাহং মন্যে তদ্ব্রহ্মমাহং পৌত্রমঘং নিনাম্।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রণুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা কুমারস্য শ্রীবিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎপৃথিব্যাং অনামৃতং পরংপদে বিষ্ণৌ শ্রিতং। বেদামৃতস্যাহং নামমাহং পৌত্রমঘং ঋষং। ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রণুষ্টুপ্ ছন্দো নরনারায়ণো দেবতে কুমারস্য শ্রীভগবদ্ বিষ্ণুদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নরনারায়ণৌ শর্ম্মযচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতি যথারান্ন প্রণীয়েত পুত্ত্রোজনিত্র্যা অধি।

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে শ্রীভগবানের সম্মুখীন

করিবেন। অনন্তর পিতা শ্রীহরিকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। অর্ঘ্য মন্ত্র যথা—

ওঁ কৃষ্ণ মাধব গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ বামন।
গৃহাণার্ঘ্যং হৃষীকেশ রময়াসহিতো মম॥

অনন্তর পিতা পুত্রকে ঐ ভাবে উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া তাহার মাতার নিকট প্রদান করিবেন এবং নিম্নলিখিত রক্ষা-মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্॥
চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাঽজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্র
স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ॥
ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতি শ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু॥
পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধি মাত্মানং ভগবান্ পরঃ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ॥
ব্রজন্তমব্যাদ্ বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃপতিঃ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্ব্বগ্রহ ভয়ঙ্করঃ॥
ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ।

ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ॥
কোটরারেবতী জ্যেষ্ঠাপূতনামাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহ প্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ॥
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধা বালগ্রহাশ্চ যে।
সর্ব্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণো র্নামগ্রহণভীরবঃ॥

তৎপরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে সায়ংসন্ধ্যার পর পিতা ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করতঃ অঞ্জলিতে জল গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দুইবার দুই অঞ্জলি জল ত্যাগ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা কুমারস্য ভগবন্ মূর্ত্তিদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদশ্চন্দ্র মসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং। তদহং বিদ্বাং স্তং পশ্যন্ মাহং পৌত্রমঘং রুদন্।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত রক্ষামন্ত্র পাঠ করিবেন। ইহা নিষ্ক্রামণের অঙ্গভূত কর্ম্ম। যদি পিতা প্রবাসে থাকেন, তাহা হইলে পত্নী পুত্র নিকটে না থাকিলেও ইহা অনুষ্ঠেয়।

ইতি নিষ্ক্রামণম্।

অথ নামকরণম্।

গৃহসূত্রকার বলেন, জন্মদিনের দশ রাত্রি, শত রাত্রি অথবা এক বৎসর পরে নামকরণ কর্ত্তব্য। কিন্তু আচার বশতঃ

দ্বাদশাহে একাধিক শত রাত্রি পরে অথবা জন্মদিনেও নামকরণ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, পিতা সর্ব্বসাধারণ পূর্ব্ব কর্ম্ম সমাপনান্তে পার্থিব নামক অগ্নি স্থাপন করিবেন। বিরূপাক্ষ জপান্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া বিনা মন্ত্রে একখানি সমিধ্ অগ্নিতে প্রদান পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

তৎপরে মাতা শুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা কুমারকে আবৃত করিয়া স্বামীর দক্ষিণ দিকে থাকিয়া তাহাকে তাহার পিতার ক্রোড়ে দিবেন। এই সময় বালকের মস্তক উত্তর দিকে থাকা কর্ত্তব্য। অনন্তর মাতা স্বামীর পৃষ্ঠ দিক্ দিয়া স্বামীর বাম পার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিবেন। অনন্তর পিতা "ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা" বলিয়া একবার আহুতি প্রদান করিবেন এবং তৎপরে কুমারের জন্মতিথি দেবতা ও নক্ষত্র দেবতায় হোম করিবেন। যদি প্রতিপদে কুমারের জন্ম হইয়া থাকে,—

ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা। ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা।

যদি কুমারের জন্ম দ্বিতীয়া তিথিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এইরূপ তিথিকে চতুর্থ্যন্ত করিয়া স্বাহা যোগ করিবেন, যথা—দ্বিতীয়ায়ৈ চতুর্থ্যৈ ইত্যাদি। তৎপর নক্ষত্র দেবতা হোম করিবেন। যদি অশ্বিনীনক্ষত্রে কুমারের জন্ম হয়, তবে—

ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ অশ্বিন্যৈ স্বাহা, ওঁ বৈষ্ণবেভ্যঃ

স্বাহা। অন্যান্য নক্ষত্রে জন্ম হইলেও এইরূপ। কৃত্তিকায়ৈ, পুনর্ব্বসবে, স্বাত্যৈ, মৃগশিরসে ইত্যাদি চতুর্থ্যন্ত করিয়া স্বাহা যোগ করিতে হইবে।

অনন্তর কুমারের মুখ নাসিকাদি স্পর্শ করিয়া জপ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রণুষ্টুপ্ছন্দো বিষ্ণু দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ কোঽসি কতমস্ত্ব যোঽস্য মৃতোঽস্যা হপত্যং মাসং প্রবিশাসৌ।

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রুষ্ণিক্ছন্দো মাধবোদেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বা হ্নে পরিদদাত্বহস্ত রাত্র্যৈ পরিদদাতু। রাত্রিস্ত্বাহো রাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহো রাত্র্যৌ ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্য স্ত্বা পরিদত্ত্বা মর্দ্ধমাসাস্ত্বামাসেভ্যঃ পরিদদাতু। মাসাস্ত্বর্ত্তুভ্যঃ পরিদদাতু ঋতবস্ত্বা সংবৎসরায় পরিদদাতু। সম্বৎসরা স্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ।

উক্ত মন্ত্রের "অসৌ" কথাটী যে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানে কুমারের সম্বোধনান্ত নাম শ্রীঅমুক দেব বৈষ্ণব এইরূপ প্রয়োগ করিবেন। তৎপরে কুমারের পিতা কুমারের মাতার বাম কর্ণে বলিবেন, তোমার পুত্রের নাম অমুক দেব বৈষ্ণব হইল; এবং কুমারের দক্ষিণ কর্ণে তোমার নাম অমুক দেব বৈষ্ণব হইল, এইরূপ বলিবেন। অনন্তর পুত্রকে তাহার মাতার নিকট প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার মহাব্যাহৃতি হোম করতঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান

করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ উত্তর কর্ম্ম করিবেন। অনন্তর কর্ম্ম-কারক ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন।

ইতি নামকরণম্।

অথ পৌষ্টিক কর্ম্ম।

বালক জন্মিবার পর মাসে মাসে জন্মতিথিতে অথবা পূর্ণিমা তিথিতে জাত-বালকের পিতা প্রাতঃস্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন, যথা—;

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুষ্যাং তিথৌ অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুক দেব বৈষ্ণবস্য শুভকামঃ পৌষ্টিক কর্ম্মাহং কুর্ব্বীয়। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় দিবীব চক্ষুরাততং ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বরদ নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত পূর্ব্ব কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ বিনা মন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান পূর্ব্বক যথারীতি মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। তৎপরে নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে তিনবার হোম করিবেন।

ওঁ অচ্যুতানন্তাভ্যাং স্বাহা, ওঁ দামোদর পুরুষো-ত্তমাভ্যাং স্বাহা, ওঁ বাসুদেববামনবিষ্ণুবিকুণ্ঠাদিভ্যঃ স্বাহা।

তৎপরে জন্মতিথি দেবতা ও নক্ষত্র দেবতার হোম করিবেন। তৎপ্রণালী নামকরণে দ্রষ্টব্য।

অনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ বিনা মন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ উত্তর কর্ম্ম করিবেন এবং কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন।

ইতি পৌষ্টিক কর্ম্ম।

অথ অন্নপ্রাশনম্।

বালকের ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে এবং বালিকার পঞ্চম অথবা সপ্তম মাসে শুভদিনে অন্নপ্রাশন দেওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত দিবস পিতা প্রাতঃস্নান করতঃ নিত্যকর্ম্ম সমূহ করিয়া শুচি নামক অগ্নি সংস্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত পূর্ব্বকর্ম্ম করিবেন, এবং প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ বিনা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করতঃ যথাবিধি মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন, তৎপরে আজ্য হোম করা কর্ত্তব্য। যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষাধিপত্য কামস্য চতুষ্পপথেঽগ্নাবনন্তাভিমুখস্যাঽজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নং বৈকচ্ছন্দস্য মন্নং হেকং ভূতেভ্যশ্ছন্দয়তি স্বাহা। ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা পুরুষাধিপত্য কামস্যঃ চতুষ্পথেঽগ্নাবনন্তাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীর্বা এষা যৎসম্বানো বিরোচনো ময়িসন্ন মবদধাতু স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো

দেবতা পুরুষাধিপত্য কামস্য চতুষ্পথেহগ্নাবনস্তাভিমুখস্যা- জ্যহোমেষু বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নস্য ঘৃতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামো জুহোমি স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তি কামস্য সায়ং প্রাতঃক্ষুদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুধে স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো শ্রীমদনন্তো দেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তি কামস্য সায়ং প্রাতঃক্ষুত্তৃড্ হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা। ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

অনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া—প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অগ্নিতে বিনামন্ত্রে প্রদান পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করতঃ সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ উত্তরকর্ম্ম সমাপন করিবেন। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ কুমারের মুখে উপকরণের ও জলের সহিত মহাপ্রসাদ অন্নপ্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা কুমারস্যান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অচ্যুত অন্ন- পতে অন্নস্য নো ধেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ প্রদাতারং তার্ষ উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ প্রাণায় স্বাহা।"১।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতে কৃষ্ণতে অন্নং নো ধেহি শ্রীযুগরসাক্তং তৈঃইন্নং যদ্যৎ যুগে নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ২ ॥

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষিঃ রণুষ্টুপ্ছন্দো শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণো দেবতা অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতে অন্নমমৃতং নো ধেহি কমলাসংস্কৃতা তে ভুক্তশেষং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ৩।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি রণুষ্টুপ্ছন্দো যজ্ঞো দেবতা অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতে যজ্ঞপতে অন্নমধি-যজ্ঞং তদীয়ং নো ধেহি সর্ব্ব দুর্লভং মানুষ্যং বৈ সুধাযুতং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ৪।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণু ঋষি রণুষ্টুপ্ছন্দো শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা অন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতে জনার্দ্দন ষড়্‌রসমমৃতসিক্তং নিবেদিতং তে যদন্নং নো ধেহি জগৎপতে ত্বৎপদপ্রাপকং কিল্বিষাপহং অচ্যুত নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ৫।

এই পাঁচটী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কুমারের মুখে পাঁচবার প্রসাদান্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-ভোজন করাইয়া ভিক্ষুক জীবগণকে আহারাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ইতি অন্নপ্রাশনম্।

অথ পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণম্।

অন্নপ্রাশনের পর আশীর্ব্বাদকালে অথবা বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া বাটীতে আসিলে, পিতা পুত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিবেন। পিতা হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া আচমন করতঃ শুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিবেন এবং নিজের হস্তদ্বয় দ্বারা জ্যেষ্ঠক্রমে অপরাপর পুত্রের মস্তক ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রত্রয় জপ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রণুষ্টুপ্ ছন্দঃ পদ্মনাভো দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাদ্ সংশ্রবসি হৃদয়াদধি জায়সে, প্রাণন্তে প্রাণেন সংদধামি জীবসে যাবদায়ুষং। ১।

ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াদধি জায়সে, বেদোবৈ পুত্রানামাসি সংজীব শরদঃ শতম্। ২।

ওঁ অশ্মাপরশুর্ভব হিরণ্যমস্তৃতং ভব আত্মাসি, পুত্রমামৃথাঃ সংজীব শরদঃ শতং। ৩।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতা পুত্রের মূর্দ্ধা (মস্তক) আঘ্রাণ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রণুষ্টুপ্ছন্দঃ পুরুষোত্তমো দেবতা পুত্র মূর্দ্ধাভিঘ্রাণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পশূনাং ত্বা হিঙ্কারেণাভি জিঘ্রাম্যসৌ।

এস্থলে অসৌ শব্দের পরিবর্ত্তে পুত্রের নাম সম্বোধনান্ত বলিবেন; এবং তৎপরে নিষ্ক্রামণ বিধি লিখিত রক্ষামন্ত্র পাঠ

করিবেন। পিতা যদি প্রবাসে না থাকিয়া গৃহেই থাকেন এবং পুত্রও "ইনি আমার পিতা" এরূপ জ্ঞান করে, তাহা হইলেও ইহা কর্ত্তব্য। যদি যথাকালে না হয়, তবে উপনয়নের পরও করা যাইতে পারে।

ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণম্।

অথ চূড়াকরণম্।

জাত-বালকের প্রথম অথবা তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ কর্ত্তব্য। চূড়াকরণ দিবসে পিতা প্রাতঃস্নান এবং নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সত্য নামক অগ্নিসংস্থাপন করতঃ বিরূপাক্ষ জপান্ত পূর্ব্বকর্ম্ম সমাপন করিবেন। এক বিংশতি সংখ্যক দূর্ব্বা দ্বারা তিনটী পিঞ্জলী (গুচ্ছ) প্রস্তুত করিয়া শিক্ একটী দ্বারা উহা বন্ধন করিবেন। এই দর্ভ পিঞ্জলী, একটী উষ্ণোদক পাত্র, তাম্র-নির্ম্মিত ক্ষুর, তদাভাবে লৌহক্ষুর বা দর্পণ অগ্নির দক্ষিণ দিকে স্থাপন করিবেন এবং উত্তর দিকে বৃষগোময়, তিল তণ্ডুল, মাষসিদ্ধ ও কৃষর এবং অগ্নির সম্মুখে ব্রীহি ও যব দ্বারা পূর্ণ তিনটী পাত্র এবং তিল তণ্ডুল ও মাষকলাইপূর্ণ তিনটি পাত্র রাখিবেন। তৎপরে বালকের মাতা শুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে স্বামীর বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র বিস্তৃত কুশাসনের উপর বসিবেন। তদনন্তর পিতা প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্

বিনামন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করতঃ ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

অনন্তর পিতা কুমারের মাতার পশ্চিমদিকে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষুরপাণি নাপিতের দিকে তাকাইয়া হৃদয়ে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীভগবান্ দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আয়মগাৎ সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ কুরু কুমারমেন মমরং তবৈব মে মুণ্ডনমন্ত্রেণ ক্ষুরেণ।

অনন্তর উষ্ণোদক সহিত কাংস্যপাত্রের দিকে তাকাইয়া, শ্রীবিষ্ণুকে মনেমনে ধ্যান করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপমগাৎ বিষ্ণো কুরু কুমারমেনমবতু বৈ মুণ্ডনমাপ উষ্ণোদকেন।

তৎপরে কাংস্যপাত্রস্থিত উষ্ণোদক দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করতঃ বালকের দক্ষিণ পুষ্টিকা নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভিজাইবেন। পুষ্টিকা শব্দে শিখার নিম্ন হইতে কর্ণের উপরিভাগ পর্য্যন্ত মস্তকের অংশ বুঝায়। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীছন্দো অচ্যুতো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উদন্তু জীবসে।

অনন্তর তাম্রক্ষুর, তদভাবে দর্পণের দিকে তাকাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্দংষ্ট্রোঽসি।

অনন্তর দর্ভপিঞ্জলীগুলিগ্রহণ করতঃ উহার মূলভাগ ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া পূর্ব্বপ্রকারে অভিষিক্ত পুষ্টিকা প্রদেশে নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্পর্শ করাইবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রচ্যুতানন্তনারায়ণা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অচ্যুতানন্তনারায়ণা কুর্ব্বন্তু কুমারমেনং চিরজীবিনং অবন্তু বৈ মুণ্ডন মথো ত্রায়ধ্বৈনং।

তৎপরে ঐ দর্ভপিঞ্জলীটী চুলের সহিত বাঁধিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি ইত্যাদি চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অচ্যুতানন্তনারায়ণা কুর্ব্বন্তু কুমারমেনং চিরজীবিনং অবন্তু বৈ মুণ্ডনমথো ত্রায়ধ্বৈনং।

অনন্তর বামহস্তধৃত দর্ভপিঞ্জলী পুষ্টিকাদেশে স্পর্শ করাইয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত তাম্রক্ষুর, তদভাবে দর্পণ নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঐ স্থানে স্পর্শ করাইবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি সংকর্ষণ স্বধিতি র্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সংকর্ষণ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।

অনন্তর যাহাতে কেশ ছিন্ন না হয় এরূপ ভাবে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ ঐ পুষ্টিকা-প্রদেশে সঞ্চালন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি শ্রীপুরুষোত্তমো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন পুরুষোত্তমো বাসুদেব বিষ্ণোরচ্যুতস্য চাপবৎ তেন তে বপামি বৈকুণ্ঠেন জীবাতবে দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চ্চসে।

অনন্তর দুইবার ক্ষুর চালনা করিবেন, তৎপরে লৌহ ক্ষুর দ্বারা পুষ্টিকা-প্রদেশের কেশনিবদ্ধ দর্ভপিঞ্জলীর সহিত এক গুচ্ছ কেশ কাটিয়া ঐ বালকের কোন বন্ধুর হস্তধৃত বৃষগোময়ের উপর রক্ষা করিবেন। এইরূপে কপুচ্ছল এবং বামপুষ্টিকা দেশের কেশ কর্ত্তন করা বিধেয়। কপুচ্ছল শব্দে শিখার নিম্নে মস্তকের পশ্চিম অংশ এবং বাম পুষ্টিকা শব্দে শিখার নিম্নে বাম কর্ণের উপরিভাগ পর্য্যন্ত মস্তকের অংশ বুঝায়। যেরূপ বিধানে দক্ষিণ পুষ্টিকা দেশের কেশ কর্ত্তনের বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ বিধানে এবং সেই সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত কপুচ্ছল এবং বামপুষ্টিকা অংশের কেশচ্ছেদন বিধেয়; এবং ঐ কর্ত্তিত কেশ বৃষগোময় উপরি রাখা কর্ত্তব্য।

অনন্তর পিতা কুমারের মস্তক দুই হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি রুষ্ণিক্‌ছন্দো যমদগ্নি কশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাঃ চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যমদগ্নে স্ত্র্যায়ুষং। ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং ওঁ তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং।

অনন্তর অগ্নির উত্তর দিকে যাইয়া পুষ্পাদি দ্বারা অলংকৃত নাপিতকে ঐ বালকের মস্তক মুণ্ডন করিতে বলিবেন এবং সমস্ত কেশই বৃষগোময়ের উপর রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং ঐ গোময় সহ কেশসমূহ, তৎপরে জলে অথবা বংশ বৃক্ষের মূলে স্থাপন করা বিধেয়।

এই সময়ে কর্ণবেধ করা কর্ত্তব্য। কর্ণবেধের কোনও মন্ত্রাদি নাই। সাধারণতঃ নাপিতই স্বর্ণ অথবা রৌপ্যনির্ম্মিত কণ্টক দ্বারা কর্ণবেধ করিয়া থাকে। তৎপরে ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিবেন। বিনামন্ত্রে, দুইখানি সমিধ্ অগ্নিতে প্রদান পূর্ব্বক, তৎপরে উত্তর কর্ম্ম সমাপন করতঃ কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। যথাশক্তি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-ভোজন করাইবেন, এবং ক্ষুর, যব, তিল ধান্য প্রভৃতি নাপিতকে প্রদান করিবেন।

ইতি চূড়াকরণম্।

অথ উপনয়নম্।

গর্ভ হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে অথবা জন্মের পর অষ্টমবর্ষে বৈষ্ণবের উপনয়ন কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের অধিকার থাকে। তৎপরে সাবিত্রী পতিত হইয়া থাকে। তখন বিনা প্রায়শ্চিত্তে উপনয়ন হইতে পারে না।

যে বালকের উপনয়ন হইবে, তাহাকে মাণবক এবং উপনয়ন হইলে ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত করা হয়। মাণবকের পিতা অভাবে মাণবক নিজে কর্ম্ম সমাপন নিমিত্ত কোন ব্রাহ্মণ বরণ করিতে পারেন। কোন কোনও স্থলে উপনয়ন দিবসের পূর্ব্ব রাত্রির শেষভাগে মাণবককে কিছু খাইতে দিবার ব্যবস্থা আছে। পিতা অথবা বৃত আচার্য্য সমুদয়

নামক অগ্নি স্থাপন করতঃ পূর্ব্বকর্ম্ম সমাপন করিবেন। অনন্তর মুণ্ডিত মস্তক ও শিখা বিশিষ্ট মানবককে স্নান করাইয়া কুণ্ডলাদি অলঙ্কার এবং পট্টবস্ত্র অভাবে শুক্ল ধৌত বসন পরিধান করাইয়া, অগ্নির দক্ষিণ দিকে বসাইবেন এবং প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে দিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ওঁ স্বঃ স্বাহা।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।

তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাঁচবার আহুতি দিবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়ন হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণো ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহ মণৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।

এই প্রকার আজ্যাহুতি প্রদান পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিম দিকে আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখে উঁচু হইয়া বসিবেন। অগ্নি এবং আচার্য্যের মধ্যে মানবক কৃতাঞ্জলি হইয়া আচার্য্যাভি-মুখে উঁচু হইয়া বসিবেন। কোনও মন্ত্রবান্ ব্রাহ্মণ মানবকের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া মানবকের এবং আচার্য্যের অঞ্জলি জলদ্বারা পূর্ণ করিবেন। অনন্তর ঐরূপ জলহস্তে আচার্য্য জলহস্তবিশিষ্ট মানবকের দিকে তাকাইয়া জপ করিবেন।

অনন্তর আচার্য্য মানবকের নাম জিজ্ঞাসিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে মানবকনাম প্রশ্নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কো নামাসি।

তৎপরে মানবক বলিবেন—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে মানবক নাম কথনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমুক দেববৈষ্ণব নামাস্মি।

তৎপরে আচার্য্য মানবক উভয়েই হস্তস্থিত জলাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য অঙ্গুষ্ঠ সহ মানবকের দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি বাসুদেব সঙ্কর্ষণা দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মানবক হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য তে বিষ্ণো প্রসবে নারায়ণ বাসুদেবয়োর্বাহুভ্যাং সংকর্ষণস্য হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহাম্যসৌ।

এস্থলে অসৌ শব্দের পরিবর্ত্তে অমুক দেব বৈষ্ণব এইরূপ বলিতে হয়। অনন্তর মানবকের হস্ত ধারণ করিয়া আচার্য্য জপ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে মানবক হস্তাচার্য্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুস্তে হস্ত মগ্রহীৎ নারায়ণো হস্ত মগ্রহীৎ। মুকুন্দো হস্ত মগ্রহীৎ। মিত্রস্তমসি কর্ম্মণা বিষ্ণুরাচার্য্যস্তব।

অনন্তর আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে মানবককে নিজের (আচার্য্যের) চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করাইয়া পূর্ব্বাভিমুখ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে মানবকস্য বর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোরাবৃত মন্বাবর্ত্ত স্বাসৌ।

অসৌ শব্দস্থলে সম্বোধনান্ত মানবকের নাম বলা আবশ্যক। তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে মানবকের দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে ব্রহ্মচারি নাভিস্পর্শে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাণনাং গ্রন্থিরসি মা বিস্রসোহন্তক ইদন্তে পরিদদামমুং।

এই অমুং শব্দস্থলে, শ্রীঅমুক দেব বৈষ্ণবং এইরূপ করিবেন। অনন্তর নাভির উপরিদেশ নিম্নলিখিত মন্ত্রে আচার্য্য স্পর্শ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহুর ইদন্তে পরিদদাম্যমুং।

এখানে অমুং শব্দের স্থলে মানবকের নাম দ্বিতীয়ান্ত করিয়া বলিবেন। অনন্তর দক্ষিণ হস্তদ্বারা মানবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া আচার্য্য জপ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি ব্রহ্মচারি দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণবে ত্বা পরিদদাম্যসৌ।

এখানে অসৌ শব্দের পরিবর্ত্তে সম্বোধনান্ত মানবকের নাম

বলা কর্ত্তব্য। অনন্তর বাম হস্তদ্বারা মাণবকের বামস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া আচার্য্য জপ করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি ব্রহ্মচারি বামস্কন্ধে স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবায় ত্বা বিষ্ণবে পরিদদাম্যসৌ।

এখানে অসৌ শব্দস্থলে সম্বোধনান্ত মানবকের নামবলিবেন। অনন্তর আচার্য্য মানবককে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সম্বোধন করিবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে ব্রহ্মচারি সম্বোধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ।

এস্থলেও অসৌ শব্দের পরিবর্ত্তে সম্বোধনান্ত মানবকের নাম বলা কর্ত্তব্য। অনন্তর মানবককে সম্বোধন করিয়া আচার্য্য নিম্নলিখিত আদেশ সকল বলিবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে ব্রহ্মচারি প্রৈষ্যে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমিধ মাধেহি। ওঁ আপোশান্ কর্ম্ম কুরু। ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ।

ব্রহ্মচারী প্রত্যেক স্থলেই বলিবেন—বাঢ়ম্।

অনন্তর ব্রহ্মচারিকে কৌপীন, বহির্ব্বাস, তিলক, মালা পরিধান করাইবেন।

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত মালা পঞ্চগব্যে এবং গঙ্গাজল দ্বারা ক্ষালন করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কণ্ঠে ধারণ করাইবেন। মালাধারণ মন্ত্র যথা—

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং॥

যথা ত্বাং বল্লভা বিষ্ণো নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং ॥
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং ॥

তৎপরে নিত্যকর্ম্ম লিখিত প্রণালীতে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক অঙ্কিত করিবেন।

প্রথমে এক পাদ, পরে দ্বিপাদ, তৎপরে ত্রিপাদ, পরিশেষে সমস্ত হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করাইবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গমন করিয়া উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখে বসিবেন। মানবকও জানু পাতিয়া আচার্য্য-অভিমুখে বসিবেন। আচার্য্য মানবককে ত্রিগুণান্বিত মুঞ্জমেখলা পরাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটী পড়াইবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে মেখলা পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুণতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বর্ণমাবহন্তী। স্বসা দেবী সুভগা মেখলয়েং।

ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা আরাতীঃ। সা মা সমন্তমভি পর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম্।

অনন্তর আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে মানবককে মৃগচর্ম্মসংবদ্ধ যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে যজ্ঞোপবীত দানে

বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীত মসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতে নোপনেহ্যামি।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে অজিন পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষু র্ধরুণং ধণীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধং। অনাহতস্য বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাহ্বজিনং দধেয়ং।

উক্ত মন্ত্রে মৃগচর্ম্ম পরিধান করাইবেন, তৎপরে—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি উপনয়নে মানবকস্য যজ্ঞোপবীত পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরম পবিত্রং প্রজাপতে র্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুস্য মুত্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।

উক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেন, তৎপরে মানবক আচার্য্য সন্নিধানে জপ করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি আচার্য্যমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভগবাননুব্রবীতু।

তৎপরে আচার্য্য মানবককে প্রথমে প্রথমপাদ, পরে দ্বিতীয় পাদ, তৎপরে তৃতীয় পাদ এবং শেষে সমস্ত গায়ত্রী পড়াইবেন।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎ সবিতু র্বরেণ্যং।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভার্গো দেবস্য ধীমহি।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।

ওঁ প্রজাপতি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ বিনিয়োগঃ। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অনন্তর আচার্য্য মানবককে নিম্নলিখিতরূপে মহাব্যাহৃতি-গুলি পৃথক্ পৃথক্ অভ্যাস করাইবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ ওঁ।

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রুষ্ণিক্চ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ ওঁ।

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি রনুষ্টুপ্ চ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ ওঁ।

তৎপরে প্রণব এবং স্বাহা ব্যাহৃতি সমূহের সহিত নিম্নলিখিতরূপে সমস্ত গায়ত্রী পাঠ করাইবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়োযো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অনন্তর বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড মানবককে প্রদান করিয়া আচার্য্য তাহাকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়াইবেন। উক্ত দণ্ড মানবকের সমান উচ্চ এবং তাহার অগ্রভাগে একটী ভিক্ষাপাত্র (ঝুলি) বদ্ধ থাকিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-

দেবত্যে উপনয়নে মানবক দণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুশ্রব সুশ্রবসং মা কুরু। যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা দেবেষ্বেবমহং সুশ্রব সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং।

তৎপরে গৃহীতদণ্ড ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। প্রথমে মাতাকে বলিবেন—

ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

মাতা তখন আতপ তণ্ডুল, হরিতকী এবং উপবীত প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাপাত্রে প্রদান করিবেন, এবং ভিক্ষা পাইলে মানবক বলিবেন— ওঁ স্বস্তি।

অনন্তর মাতৃবন্ধু অন্যান্য স্ত্রীলোকের নিকট উক্ত প্রণালীতে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন এবং ভিক্ষা পাইলে স্বস্তি বলিবেন। তৎপরে পিতার নিকট বলিবেন—

ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

এবং ভিক্ষা পাইয়া বলিবেন—স্বস্তি।

তৎপরে তথায় উপস্থিত অন্যান্য লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে পারেন। সমুদয় ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আচার্য্যকে প্রদান করিবেন। আচার্য্য তৎপর ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করিবেন এবং উত্তর কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক হরি সংকীর্ত্তন করিবেন এবং কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মকারক আচার্য্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের সেবা এবং দক্ষিণাদি দিবেন। ব্রহ্মচারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আচার্য্য সমীপে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া থাকিবেন।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে আচার্য্য সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া যথাবিহিত পূর্ব্বকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক শিখি নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া অগ্নির দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তরদিকে যথাক্রমে উদকাঞ্জলি প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।

অনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ তিনটী সমিধ্ ঘৃতাক্ত করিয়া বিনা মন্ত্রে ক্রমে ক্রমে অগ্নিতে প্রদান করিবেন। তৎপরে সমিদ্ধোম করা কর্ত্তব্য, যথা—

ওঁ প্রজাপতি র্বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অগ্নৌ সমিদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধ মহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথাত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্যেব মহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসা ধনেন ধান্যেনান্নাদ্যেন সমেধিষীয় স্বাহা।

অনন্তর উত্তর কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক 'শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাহং ভো অভিবাদয়ে' বলিয়া অগ্নিকে প্রণাম করিবেন এবং ক্ষমস্বেতি মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন দিবেন। পরে সন্ধ্যা অতীত হইলে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দ্বারা হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া আচার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইবেন। উক্ত অন্ন ক্ষার এবং লবণ বর্জ্জিত হওয়া সর্ব্বথা বিধেয়। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রে অন্নে জলের ছিটা দিবেন।—

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা—

বলিয়া এক গণ্ডূষ জল পান করিবেন।

তৎপরে মধ্যমা, অনামিকা, অঙ্গুষ্ঠ এই তিন অঙ্গুলীর তিন পর্ব্ব দ্বারা অন্নধারণ করিয়া—

ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

এই পাঁচ মন্ত্রে পাঁচবার মুখে স্পর্শ করাইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন, পরে মানবক বামহস্তে ভোজনপাত্র ধারণ করিয়া বাক্য সংযমনপূর্ব্বক ভোজন করিবেন, ভোজন শেষ হইলে—

ওঁ অমৃতাপিধান মসি স্বাহা।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পুনরায় এক গণ্ডূষ জল পান করিয়া আচমন করিবেন। এইরূপ অগ্নিকার্য্য সমাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত সায়ং এবং প্রাতঃকালে প্রত্যহ কর্ত্তব্য এবং যাবজ্জীবন এই প্রণালীতে ভোজন করা বিধেয়।

অথ চরু হোম।

উপনয়নের চতুর্থ দিনে চরু হোম কর্ত্তব্য। অনেকস্থলে আজকাল একই দিবসে উপনয়ন, চরুহোম এবং সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে ঐরূপ করা কর্ত্তব্য নহে। পিতা অথবা ব্রহ্মচারি-কর্ত্তৃক বৃত অন্য ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নানানন্তর সমুদ্ভব নামক অগ্নিস্থাপন করিবেন, এবং পূর্ব্বমুখে বসিয়া সেই অগ্নিতেই চরুপাক করিবেন। যথা—

অগ্নির পশ্চিমদিকে একখানি কুশাসনের উপর উত্তমরূপে ধৌত বরুণকাষ্ঠনির্ম্মিত, অভাবে যজ্ঞডুম্বুর নির্ম্মিত উদূখল,

মুষল, চমস (পানপাত্র) এবং বংশনির্ম্মিত শূর্প এবং তাহার উপর ব্রীহি ও যব রাখিবেন, পরে ঐ ব্রীহিধান্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে কাংস্যপাত্র অথবা চরুস্থালীতে করিয়া উদুখলে স্থাপন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ সবিত্রে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি।

অনন্তর দক্ষিণহস্ত দ্বারা মুষল ধারণ করিয়া ঐ ব্রীহিতে আঘাত করিবেন। পরে ঐ তণ্ডুল শূর্পে (কুলায়) রাখিয়া ঝাড়িবেন। এইরূপ তিনবার করিতে হইবে। তৎপরে উক্ত তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করতঃ চরুস্থালীতে স্থাপন করিয়া তাহাতে উপযুক্তরূপ দুগ্ধ প্রদান করিবেন। পরে ঐ চরুস্থালী অগ্নিতে চাপাইয়া দিবেন, এবং অল্প অল্প জল দিয়া ঐ চরু পাক করিবেন। খদির, পলাশ অথবা যজ্ঞ ডুম্বুরের একখানি প্রাদেশ প্রমাণ কাষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে ঐ চরু উত্তমরূপ আবর্ত্তন করিবেন। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে এবং মণ্ড অর্থাৎ মাড় না থাকিলে অথবা দগ্ধ না হইলে চরুপাক সিদ্ধ হইবে।

এইপ্রকারে চরুপাক শেষ হইলে, তাহাতে ঘৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে নামাইয়া কুশোপরি রাখিবেন এবং ভূমি জপাদি স্রুব সংস্কারান্ত কর্ম্ম সকল করিয়া ঐ চরু অন্য পাত্রে স্থাপন করিবেন, পরে ঐ অন্নের কিয়দংশ নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিষ্ণবে সবিত্রে স্বাহা। ওঁ স্বিষ্টিকৃতে শ্রীঅচ্যুতায় স্বাহা।

তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম করতঃ একখানি ঘৃতাক্ত সমিধ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করিয়া সর্ব্বসাধারণ উত্তর কর্ম্ম করিবেন, এবং কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণান্ত করিবেন।

ইতি উপনয়নম্।

অথ সমাবর্ত্তনম্।

উপনয়নের পর গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়নের পর আচার্য্যের অনুমতি লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনকে সমাবর্ত্তন কহে। আজকাল সাধারণতঃ উপনয়নের পর ৩ দিন গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া সন্ধ্যা ও ভগবানের পূজা প্রভৃতির প্রণালী শিক্ষা দিয়া চতুর্থ দিবসে সমাবর্ত্তন কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বা একই দিবসে উপনয়ন, চরু হোম ও সমাবর্ত্তন কার্য্য শেষ করেন, উহা তত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

সমাবর্ত্তন দিবসে পিতা অথবা কোন বৃত ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নান করতঃ যথাবিহিত পূর্ব্বকার্য্য সমাপন করতঃ তেজোনামক অগ্নি স্থাপন করিবেন; এবং ব্রহ্মচারিকে নিজের দক্ষিণদিকে স্থাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করিবেন; এবং মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চাহুতি প্রদান করিবেন। যথা—

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা সমাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনন্ত ব্রতপতে

ব্রত মচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎসং সমিদ মহম-নৃতাৎ সত্য মুপাগাং স্বাহা।

ওঁ পরমেশ্বর ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো দেবতা সমাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাসুদেব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ওঁ সনকঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীচতুর্ভুজো দেবতা সমাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ চতুর্ভুজ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ওঁ সনৎকুমার ঋষিঃ সাবিত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বেশ্বরো দেবতা সমাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্ব্বেশ্বরো ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ওঁ আয়ুষ্মান্ঋষি স্ত্রিষ্টুপছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা সমাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অচ্যুত ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

তৎপরে আচার্য্য উত্তরাগ্র বিস্তৃত কুশাসনে পূর্ব্বমুখে বসিবেন। ব্রহ্মচারী আচার্য্যের পশ্চিমোত্তর কোণে উত্তরাগ্র বিস্তৃত কুশাসনে পূর্ব্বমুখে বসিবেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী ব্রীহি-ধান্য, যব, মাসকলাই, মুগ প্রভৃতি ওষধিযুক্ত এবং চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত অন্য পাত্রস্থিত শীতোষ্ণজল দ্বারা নিজের অঞ্জলি পূর্ণ করতঃ আচার্য্য কর্ত্তৃক (আদিষ্ট) হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন, এবং একবার মন্ত্র জপ শেষ হইলে অঞ্জলিস্থিত জল ত্যাগ করিয়া পুনরায় উক্ত জলদ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করতঃ অন্য মন্ত্র জপ করিবেন।

ওঁ সৌনকঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীনারায়ণাচ্যুতাদয়ো দেবতাঃ সমাবর্ত্তনে উদকাঞ্জলি ত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ অধ্বরে নারায়ণাস্তচ্যুতাদয়ঃ প্রবিষ্টাঃ গোহ্য উপগোহ্য

মনোকঃ মনোশ্বাঃ খনোবিরুর্জ স্তনূদূষি রিন্দ্রিয়হা অভিতঃ সৃজামি।

ওঁ বাসুদেবঋষি বিরাটচ্ছন্দঃ শ্রীমহাবিষ্ণুর্দেবতা সমাবর্ত্তনে উদকাঞ্জলি ত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদপাং ঘোরঃ যদপাং ক্রুরঃ যদপামশান্তং অভিতৎ সৃজামি।

নিম্নলিখিত মন্ত্রত্রয়ে তিনবার অঞ্জলিস্থিত উক্ত জল ব্রহ্মচারী নিজ মস্তকে প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ সনাতন ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবরাহো দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ বরাহ ত্বমিহ ভব গৃহ্ণামি তেনহি আত্মানম্ অভিষিঞ্চামি।

ওঁ শ্রীনারদঋষি বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীমদনন্তোদেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসে বলায়েন্দ্রিয়ায় বীর্য্যায় অন্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্ট্যায়াপচিতৈঃ।

ওঁ পরমেশ্বরঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতানন্তো দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন স্ত্রিয় মকৃণুতং যেনাপামৃষতং সুরাং যেনাক্ষানভ্যষিঞ্চিতং যেনেমাং পৃথিবীং মহীং যদ্বাং তদশ্বিনৌ যশস্তেন মামভিষিঞ্চিতং।

ব্রহ্মচারী পুনরায় বিনামন্ত্রে নিজের মস্তকে এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন। এইপ্রকার অভিষেকের পর পূর্ব্বমুখে বসিয়া নারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করতঃ ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত মন্ত্রত্রয় জপ করিবেন। যথা—

ওঁ বেদব্যাসঋষি বিরাট্‌চ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা নারায়ণোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নারায়ণ উদ্যন্ ভ্রাজ বৃষ্ণিভিরিন্দ্রো মরুদ্‌ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মাকুর্ব্বাত্বা বিশামাবিশ।

ওঁ বৈশম্পায়নঋষি রণুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীসহস্রশীর্ষা-পুরুষো দেবতা শ্রীনারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ইত্যাদি শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যাবিশ।

ওঁ সনন্দঋষি রণুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীহৃষীকেশো দেবতা নারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ইত্যাদি সহস্র সনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যাবিশ।

ওঁ সনাতনঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিশ্বজরোদেবতা নারায়ণোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুষ্টমস্য বাম পাপ্মানং জহি সোমস্ত্বা রাজা অবতু নমস্তেহস্তু মা মাং হিংসীঃ।

তৎপরে ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিয়দিক্ দিয়া মুঞ্জ মেখলা মোচন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ হরিঋষি রণুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবাত্মজো দেবতা মেখলা মোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশ মস্মদবাধস্ বিমধ্যমং শ্রথায় অথ বিযুত্রতে বয়ং তবানাগ-সেহদিতায় স্যামঃ।

অনন্তর আচার্য্য বিল্বদণ্ড অগ্নিতে প্রদান করিয়া মহা-

ব্যাহৃতি হোম করিবেন এবং একখণ্ড ঘৃতাক্ত সমিধ বিনা-মন্ত্রে অগ্নিতে প্রদান করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ উত্তর কর্ম্ম করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবেন। তৎপরে শিখামাত্র রাখিয়া মস্তক মুণ্ডন এবং শ্মশ্রু লোম প্রভৃতি ক্ষৌরকর্ম্মের পর স্নান করিয়া পরিষ্কৃত শুক্ল বস্ত্র এবং অন্যান্য যথাযোগ্য অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন।—

ওঁ সনন্দঋষি র্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীহরির্দেবতা সমাবর্ত্তনে যজ্ঞোপবীত ধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্যত্বোপবীতে নোপনেহ্যামি।

তৎপরে কৃষ্ণসারাজিন (কৌপীন বহির্ব্বাসাদি) পরিত্যাগ করিয়া উহা জলে ফেলিয়া দিবেন এবং স্নান করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রে গন্ধে তুলসী মালা ও মস্তকে পুষ্প বন্ধন করিবেন।

ওঁ করভাজনঋষি র্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীভগবতী দেবতা স্রগ্ বন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীরসি ময়ি ভাগবতীরমস্ব।

পরে ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাদুকা পরিধান করিবেন।

ওঁ যমদগ্নিঋষি র্বিরাড্ গায়ত্রীছন্দঃ উপেন্দ্রাচ্যুতৌ দেবতে উপানহ্ পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেত্র্যৌস্থো নয়াতং মাম্।

তৎপরে ব্রহ্মচারী নিজের সমোচ্চ প্রমাণ বংশদণ্ড নিম্নলিখিত মন্ত্রে গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ পরমেশ্বরঋষি র্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীকেশবো দেবতা দণ্ড গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ নারায়ণস্ত্বাং বিহিতো গন্ধর্বেভ্যঃ পা মা অব।

তৎপরে পরিত্যক্ত কৃষ্ণসারাজিন, কৌপীন বহির্বাসাদি এবং যজ্ঞোপবীত দণ্ডের উপরিভাগে স্থাপন করিবেন। পরে ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত মন্ত্রে আচার্য্যকে অবলোকন করিবেন।

ওঁ সনন্দঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ঈশ্বরাচার্য্যো দেবতা আচার্য্য পরিষদ্ বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসম্।

অনন্তর ব্রহ্মচারী কর্ম্মোপদেশক গুরুর নিকট গমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করতঃ মুখাচ্ছাদন করিয়া মুখ হইতে বহির্গত প্রাণবায়ু স্পর্শ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ করভাজনঋষিঃ সাবিত্রীছন্দঃ সনাতনো দেবতা মুখ প্রাণ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলীদন্তৈঃ পরিমিতঃ পরিজিহ্বে মা বিহ্বলো বাচং চারুমাদ্যেহ বাদয়ঃ।

তৎপরে আচার্য্য পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা ঐ ব্রহ্মচারীকে পূজা করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মচারী গোযুগলযুক্ত রথের সমীপে গমন পূর্ব্বক পক্ষসীদ্বয় (চাকার পেকে) অথবা কুব্বর নামক রথাঙ্গদ্বয় স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ পদত্রয় মাত্র গমন করতঃ রথারোহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ নারদঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা রথাভিমর্ষনে

বিনিয়োগঃ। ওঁ বনস্পতে বীড্বঙ্গোভূয়া অস্মৎসখাপ্রতরণঃ সুবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোঽসি বীড়য়স্ব।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে চতুর্থ পদবিক্ষেপের পর উপবেশন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ পরমেশ্বরঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি।

তৎপরে রথাধিরোহণে উত্তর অথবা পূর্ব্বমুখে কিছুদূর যাইলে ব্রহ্মচারীর মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণ তাহাকে অর্চ্চনা করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মচারী দক্ষিণাবর্ত্তে আচার্য্য সমীপে গমন করিবেন। আচার্য্য তাহাকে পুনরায় অর্ঘ্য প্রদান ও সর্ব্বসাধারণ উত্তর কর্ম্ম করিবেন। তৎপরে কর্ম্মকারক আচার্য্যকে দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা করিয়া যথাশক্তি অন্যান্য জীব সন্তর্পণ করিবেন; এবং বৈগুণ্য প্রশমন নিমিত্ত যথাশক্তি কৃষ্ণনাম জপ ও সঙ্কীর্ত্তন করিবেন।

ইতি সমাবর্ত্তনম্।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

পরিশিষ্ট।

অথ ঘটস্থাপনং।

ঘট বসাইবার প্রণালী যথা।—পঞ্চবর্ণের গুঁড়াদ্বারা মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি গঙ্গামৃত্তিকা, পঞ্চশস্য দিয়া তাহার উপর জলপূর্ণ ঘট বসাইবে; ঘটের ভিতর পঞ্চরত্ন, সর্ব্বৌষধি ও অষ্টগন্ধ প্রদান করা বিধেয়। ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব, তদুপরি এক সরা আতপ চাউল, তদুপরি বৃন্ত সহ নারিকেলাদি ফল দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ ফলে সিন্দূর মাখাইবে। ঘটের গাত্রে সিন্দূর ও চন্দন দ্বারা দেবতামূর্ত্তি অঙ্কিত করা এবং ঘটের চতুর্দ্দিকে দধি ও আতপ তণ্ডুল মাখাইয়া দধ্যক্ষত করিবে। ঘটের গলায় সূত্রবন্ধন করা এবং সমুদয় ঘটটী শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদন করা বিধেয়।

পঞ্চবর্ণের গুঁড়া যথা।—পীত-হরিদ্রাচূর্ণ, শ্বেত আতপতণ্ডুল-চূর্ণ, রক্ত-কুসুমফুল চূর্ণ অথবা আবির, সবুজ-বিল্বপত্রচূর্ণ, কৃষ্ণ-দগ্ধপুলাক (চিটা) চূর্ণ।

মণ্ডল প্রস্তুত-প্রণালী যথা।—একহস্ত প্রমাণ সমচতুষ্কোণ স্থানের মধ্যে হরিদ্রাচূর্ণ দ্বারা গোলাকার কর্ণিকা প্রস্তুত করিবে, তাহার আটদিকে বিতস্তি (বিঘত) প্রমাণ আটটী দল শ্বেতবর্ণ দ্বারা আঁকিবে। প্রত্যেক দলের মূলে কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা তিনটী রেখা করিয়া কেশর করিবে। দলগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থানে সবুজ দিয়া পূর্ণ করিবে এবং অবশিষ্ট অংশ কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে।

পঞ্চশস্য যথা।—ধান্য, মাষকলাই, তিল, মুগ, যব।

পঞ্চরত্ন যথা।—চুনি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ অভাবে যব।

সর্ব্বৌষধি যথা।—মুরা মাংসী, বচ, কুড়, শিলাজতু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী ও চম্পক। এই সকল দ্রব্য একত্রে বাটিয়া বটিকা করিয়া শুষ্ক করিবে। অভাবে—যব॥

অষ্টগন্ধ যথা।—বেনার মূল, কুঙ্কুম, কুড়কাষ্ঠ, বালুক কাষ্ঠ, অগুরু, মুরামাংসী, জটামাংসী ও চন্দন, অভাবে কর্পূর ও চন্দন।

পঞ্চপল্লব যথা।—আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর (বৈদিক) অথবা আম্র, কাঠাল, অশ্বত্থ, বট ও বকুল (তান্ত্রিক)।

ঘটস্থাপন মন্ত্র।—মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া ওঁ মহি ত্রীণা মবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্নঃ। দুরাদর্ষং বরুণস্য। ধান্য—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ মপূপ বন্তমুক্থিনং। ইন্দ্র প্রাত জুষস্ব নঃ। ঘট—ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। ইন্দু রিন্দ্রায় ধীয়তে। জল—ওঁ নো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈ র্গব্যূতি মুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু। পল্লব—ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণ-বনস্পতে নুত্বা নুত্বা সূয়তাং রয়িঃ। ফল—ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তা। শূরো নৃষাতা শবস শ্চকান। আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ। পুষ্প—ওঁ শ্রী শ্চ তে লক্ষ্মী শ্চ পত্ন্যৌ। সিন্দূর—ওঁ সিন্ধো রুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং। হিরণ্যপাবা পশুমস্য গৃভ্নতে। স্থিরীকরণ—ওঁ আবিতঃ পুরুবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাং। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—ওঁ সর্ব্ব তীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব সমন্বিতং। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥

পুরোহিতবরণ।

যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্বমুখে বসিয়া পুরোহিতকে বলিবেন, পুরোহিত আচমন করিয়া উত্তর মুখে বসিবেন। যজমান—ওঁ সাধু ভবানাস্তাং। পুরোহিত—ওঁ সাধ্বহমাসে। যজমান—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং। পুরোহিত—ওঁ অর্চ্চয়। অতঃপরে পুরোহিতকে গন্ধপুষ্প যজ্ঞোপবীত, বরণাঙ্গুরীয় ও বস্ত্র দিবেন। পুরোহিত—ওঁ স্বস্তি। তৎপরে পুরোহিতের দক্ষিণ জানুতে আতপ তণ্ডুল দিয়া উপুড় হাতে ধরিবেন। ধরিবার সময় দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বামহস্ত থাকিবে। পরে যজমান—ওঁ বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেববৈষ্ণবঃ মৎসঙ্কল্পিত অমুক কর্ম্মণি যথাবিহিত কর্ম্ম করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেববৈষ্ণবং অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। (প্রথম গোত্রস্থলে যজমানের গোত্র, দ্বিতীয় স্থলে পুরোহিতের গোত্র)। পুরোহিত—ওঁ বৃতোঽস্মি। যজমান—ওঁ যথাবিহিতং ব্রতকর্ম্ম কুরু। ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি বলিয়া পুরোহিত আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

দক্ষিণা।

পূজকের দক্ষিণা।—যজমান—ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ বলিয়া রজতাদি মুদ্রায় জল ও পুষ্প দিবেন। পরে বামহস্ত উপুড় করিয়া দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে এবং দক্ষিণহস্ত উপুড় করিয়া কোশার জলে তুলসীপত্র সহ উক্ত মুদ্রা ধরিয়া—ওঁ বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য ইত্যাদি বিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া মৎসঙ্কল্পিত অমুক কর্ম্মণি কৃতৈতৎ কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবত-মহং অমুক গোত্রায় (পূজকের গোত্র) শ্রীঅমুক দেববৈষ্ণবায়

পুজকায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। পুরোহিত—গ্রহণ করিয়া, ওঁ স্বস্তি। পুনঃ দক্ষিণা—অর্চ্চনাদি পূর্ব্ববৎ ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি। যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে শ্রীবিষ্ণবে সম্প্রদদে বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। পুরোহিত উহা ঘটে স্পর্শ করাইবেন।

বিষক্‌সেনাদি পঞ্চদেবতা যথা—বিষক্‌সেন, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার।

কব্যাদি নবযোগেন্দ্র যথা—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন।

নারদাদি দশ দেবতা যথা।—নারদ, কপিল, যম, ভীষ্ম, শুকদেব, জনক, সদাশিব, প্রহ্লাদ, ব্রহ্মা ও বলিরাজ।

পৌর্ণমাস্যাদি অষ্টাদশ মাতৃস্থানীয়া যথা।—পৌর্ণমাসী, লক্ষ্মী, গঙ্গা, যমুনা, গোপী বৃন্দাবতী, গায়ত্রী, তুলসী, সরস্বতী, পৃথিবী, গো, যশোদা, দেবহুতি, দেবকী, রোহিণী, সীতাদেবী, দ্রৌপদী, কুন্তী ও রুক্মিণী।

অষ্ট সখী যথা।—ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, ইন্দুরেখা, সুদেবী, সুচিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা ও রঙ্গদেবী।

পিতৃ-অর্চ্চনা-বিধি।

অনন্যশরণ সাত্বতগণ পিতৃ-মাতৃ প্রভৃতি গুরুজনের বিয়োগে শ্রদ্ধা সহকারে যে প্রসাদান্নাদি অর্পণ করেন, তাহার প্রণালী কর্ম্মপ্রধান স্মৃতির ঠিক অনুরূপ নহে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিবিধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাঁহারা যথারীতি ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহাদের আত্মা মৃত্যুর পর প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হন না। সুতরাং প্রেতত্ব উদ্ধারের নিমিত্ত দশ-

আমশ্রাদ্ধ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই। ভগবদ্ভক্তগণের জীবাত্মা ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়া, নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। সুতরাং দেব বিধান অনুসারে তাঁহাদের পূজা করাই শ্রেয়ঃ। তবে যেমন সমস্ত সৃষ্টপদার্থই ভূত শব্দের অন্তর্নিহিত, সেইরূপ পরলোকগত সমস্ত পদার্থই প্রেতশব্দ বাচ্য। প্রেত = প্র-ইন্ + ক্ত। ইন্ ধাতু গত্যর্থক। এই নিমিত্ত উপবীত বৈষ্ণবের অশৌচও হয় না। তবে লোকাচার এবং কৃতজ্ঞতা স্মরণের নিমিত্ত তাঁহারা দশাহান্ত অশৌচ স্বীকার করেন। শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদিত পুষ্পান্নাদি দ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ। তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥ পাদ্মে—বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্‌সূর্য্যমুখনিঃসৃতং। পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহং॥

এখানে "তচ্ছেষেণ" শব্দে প্রসাদান্নই বুঝাইতেছে। উক্ত গ্রন্থের নবম বিলাস দ্রষ্টব্য। এই প্রসাদান্ন দুইপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম প্রকার—চরুপাক বিধানানুসারে চরু পাক করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন। ২য় প্রকার—আতপ চিপিটকাদি দ্বারা মৃৎভাণ্ড পূর্ণ করতঃ উহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নিবেদন। দুই প্রথাই বৈদিক। শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পিতৃগণ স্বতন্ত্র ভাবে থাকেন না। যাঁহার যেরূপ উপাসনা অথবা যিনি যে ভাবের ভক্ত, তিনি সেই ভাব অনুসারে ললিতাদি অষ্ট সখীর

বা তাঁহাদের অনুগত কোনও মঞ্জরীর প্রকৃতিতে সংযুক্ত হইয়া থাকেন। চিন্ময়ভাবে বোধ হয় পুরুষ এক, আর সমস্তই তাহার প্রকৃতি। সুতরাং উপাসক-ভেদে ঐ মঞ্জরীর বা সখীর অর্চ্চনা করিলেই পিতৃগণের অর্চ্চনা করা হয়। অর্চ্চনাকালে পিতৃ-পিতামহাদি যত পুরুষের নাম সম্ভব (অন্ততঃ সাত পুরুষ) তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহারা সকলেই ঐ মঞ্জরী বা সখীর প্রকৃতিতে লীন আছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। সখী বা মঞ্জরীর পূজা-প্রণালী দেবীপূজার অনুরূপ।

শ্রীললিতা সখীর ধ্যান।

গোরোচনা-রুচির মনোহর-কান্তি-দেহাং, মায়ূর-পুচ্ছ-তুলিত-চ্ছবি-চারু-চেলাং। রাধে তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং, তাম্বুলভক্তি-ললিতাং ললিতাং নমামি॥

বিশাখা সখীর ধ্যান॥

সৌদামিনী-নিচয়চারুরুচি-প্রতীকাং, তারাবলী-ললিতকান্তি-মনোজ্ঞ-চেলাং। শ্রীরাধিকে তব চরিত্র গুণানুরূপাং, সদ্‌গন্ধ-চন্দনরতাং বশয়ে বিশাখাং॥

চিত্রা সখীর ধ্যান।

কাশ্মীরকান্তি-কমনীয়-কলেবরাভাং, সুস্নিগ্ধ-কাচনিচয়-প্রভচারু-চেলাং। শ্রীরাধিকে তব মনোরথ বস্ত্রদানে, চিত্রাং বিচিত্রহৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে।

ইন্দুরেখা সখীর ধ্যান।

নিত্যোৎসবাং হি হরিতাল সমুজ্জ্বলাভাং, সদ্দাড়িম-কুসুম-কান্তি-মনোজ্ঞ-চেলাং। বন্দে মুদা রুচিবিনির্জ্জিত চন্দ্রলেখাং, শ্রীরাধিকে তব সখীমহ মিন্দুরেখাং॥

চম্পকলতা সখীর ধ্যান।

সদ্রত্ন চামর-করাং বরচম্পকাভাং, চাসাখ্যপক্ষ-রুচিরচ্ছবি চারুচেলাং। সর্ব্বান্ গুণান্ তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং, রাধেহথ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে।

রঙ্গদেবী সখীর ধ্যান।

সৎপদ্ম-কেশর-মনোহর-কান্তি-দেহাং, প্রোদ্যজ্জবা-কুসুম-দীধিতি-চারুচেলাং। প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলাং, রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীং॥

তুঙ্গবিদ্যা সখীর ধ্যান।

সচ্চন্দ্র-চন্দন-মনোহর-কুঙ্কুমাভাং, পাণ্ডুচ্ছবি-প্রচুরকান্তি-লসদ্দুকূলাং। সর্ব্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং সমজ্ঞাং, রাধে তব প্রিয়সখীং ভজে তুঙ্গবিদ্যাং॥

সুদেবী সখীর ধ্যান।

প্রোত্তপ্ত-শুদ্ধ-কনকচ্ছবি-চারুদেহাং, প্রোদ্যৎ-প্রবাল-নিচয়-প্রভচারু-চেলাং। সর্ব্বাসু জীবন-গুণোজ্জ্বল-ভক্তি-দক্ষাং, শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীং॥

অনঙ্গমঞ্জরী ধ্যান।

বসন্তকালোদ্ভব-কেতকীততি, প্রভাবিড়ম্ব্যদ্ভট-কান্তিডম্বরাং।
বিনিন্দিতেন্দীবর-ভাস্বরাম্বরা, মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং॥

লবঙ্গমঞ্জরী ধ্যান।

চপলাদ্যুতি নিন্দিকান্তিকাং, শুভতারাবলি-শোভিতাম্বরাং।
ব্রজরাজসুত-প্রমোদিনীং, প্রভজে তাঞ্চ লবঙ্গমঞ্জরীং॥

রূপমঞ্জরী ধ্যান।

গোরোচনা-নিন্দিনিজাঙ্গ-কান্তিং ময়ূর-পিচ্ছাভসুচীনবস্ত্রাং।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজ দাসীং, রূপাখ্যকাং মঞ্জরীকাং ভজেহহং॥

রসমঞ্জরী ধ্যান ।

হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা, সংযুতাং বিকচচম্পকদ্যুতিং ।
চারুরূপগুণসম্পদান্বিতাং, সর্ব্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে ॥

গুণমঞ্জরী ধ্যান ।

জবানিভ দুকূলাঢ্যাং তড়িদালি তনুচ্ছবিং ।
কৃষ্ণামোদ কৃতাপেক্ষাং ভজেঽহং গুণমঞ্জরীং ॥

রতিমঞ্জরী ধ্যান ।

বন্ধুকবর্ণং বসনং বসানাং, তড়িৎ প্রভাদিগ্ধ তনুচ্ছবিঞ্চ ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং, ভজে স্বরূপাং রতিমঞ্জরীং তাং ।

ভদ্রমঞ্জরী ধ্যান ।

বিশুদ্ধ-চামীকর-সুন্দরাভাং, তারাবলী-চারু-মনোজ্ঞ-চেলাং ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং, ভদ্রাখ্যকাং মঞ্জরীকাং ভজেঽহং ॥

লীলামঞ্জরী ধ্যান ।

বিশুদ্ধ হেমাব্জকলেবরাভাং সুবস্ত্ররত্নাদিবিভূষিতাঙ্গীং ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং, লীলাখ্যকাং মঞ্জরীকাং ভজেঽহং ॥

একটী বংশপরম্পরা একই মন্ত্রের উপাসক বলিয়া—একই সখী বা একই মঞ্জরীতে অবস্থিত হইলেও তাঁহার উপাসনাকালে প্রধানতঃ অষ্ট সখী ও অষ্ট মঞ্জরীর পূজা করা বিধেয়, এই নিমিত্ত তাঁহাদের স্থান যথাশাস্ত্র নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। মধ্যস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ। উত্তরদিকে ললিতা, ঈশানকোণে বিশাখা, পূর্ব্ব-[illegible]ত্রা, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা, দক্ষিণদিকে চম্পক লতা, [illegible] রঙ্গদেবী, পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যা এবং বায়ুকোণে [illegible] নিত্যোৎসবা [illegible] দ্বিতীয় উত্তরদলে অনঙ্গমঞ্জরী, অন্যান্য মঞ্জরীগণ যথা-[illegible] স্তি-মনোজ্ঞ-চে [illegible] বামে বামে বসিবেন। (বিশেষ বিবরণ আমাদের [illegible] তত্ত্বে প্রকাশিত হইবে।)

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ।